শিক্ষক সহায়িকা

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

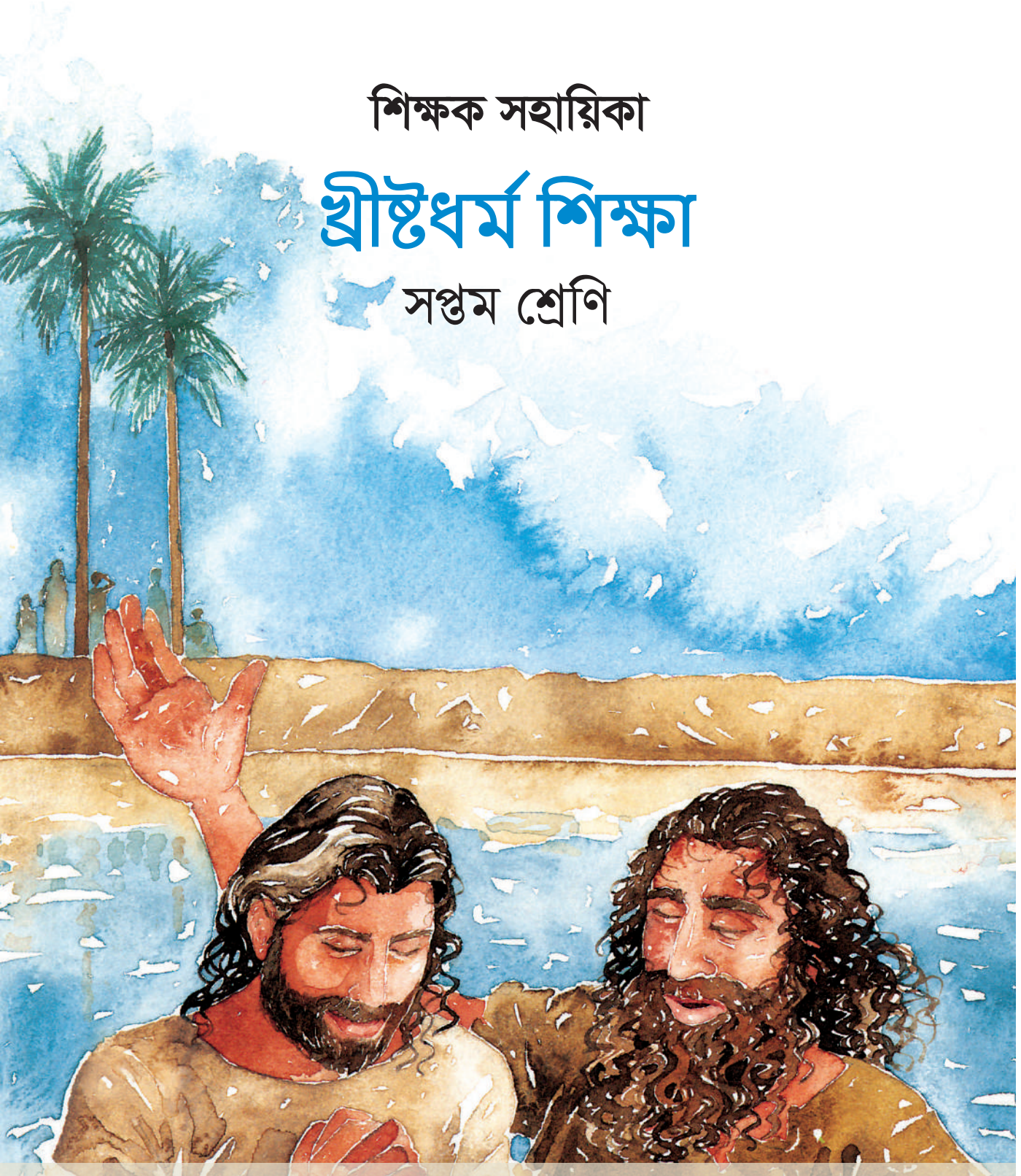

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গিয়েছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা
রেভারেন্ড জন এস. কর্মকার
রেভারেন্ড মার্টিন অধিকারী
মো.মাহমুদ হোসেন
শিউলী ক্লারা রোজারিও
সুইটি বৃজেট গোমেজ
ব্রাদার সুমন জে.কস্তা,সিএসসি
অধ্যাপক মো. মোসলে উদ্দিন সরকার (সমন্বয়ক)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

প্রচ্ছদ ও চিত্রণ

ক্যারোলিন কক্স

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ বাইবেল এর চিত্রকর

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

শেষ প্রচ্ছদ

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

Adoration of the magi (১৪৮১) অবলম্বনে

চিত্রলৈখিক নকশা প্রণয়ন

মো. মাহমুদ হোসেন

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

মো. মাহমুদ হোসেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয় হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সপ্তম শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

এই বই নিয়ে কয়েকটি কথা

প্রিয় শিক্ষক,

সপ্তম শ্রেণির খ্রীষ্টধর্মশিক্ষার এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই!

এটি একটি শিক্ষক সহায়িকা যা সপ্তম শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন তথা experiential learning- এর সেশনসমূহ আপনি কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করবে। এ বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা সামর্থ্য থামিয়ে রাখতে চায় না, বরং আপনার পূর্বজ্ঞানের সাথে একটি সাহায্যকারী গ্রন্থ হিসেবে উপস্থিত থাকতে চায় এক এবং অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তা হলো আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে এই নতুন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের সম্পূর্ণ ফলটুকু অর্জন করতে পারে।

প্রায় কোনো রকম jargon বা বিভাষা ব্যবহার না করে এই বইটি প্রাঞ্জল ভাষার লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেশনের পূর্বে, সেশন চলাকালীন- যেকোনো সময় আপনি এই বইটি consult করতে পারেন। আমাদের পরামর্শ হলো অবশ্যই সেশনের পূর্বে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই বইটির শরণাপন্ন হোন। এই বইয়ে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোকে অনুসরণের পাশাপাশি চিন্তার খোরাক হিসেবেও নিন এবং আপনার নিজের উপলব্ধির সাথে মিলিয়ে নতুন নুতুন উপায়ে আপনার শ্রেণিকক্ষকে আরও আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে তুলুন।

এই বই এবং সংশ্লিষ্ট text- এ পবিত্র বাইবেল হিসেবে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত Bangla Bible Common Language বা পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নতুন নিয়ম- কে অণুসরণ করা হয়েছে। একইভাবে খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক শব্দের বানানরীতির ক্ষেত্রেও এই মুদ্রণের উপর নির্ভর করা হয়েছে (এরকম ভিন্ন বানানের একটি তালিকা এই বইটির পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে)।

প্রিয় শিক্ষক, চারটি সুসমাচারে যীশুকে যে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মাঝে ৪৫ বার তাঁকে ডাকা হয়েছে শিক্ষক হিসেবে। আপনিও একজন শিক্ষক। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষাদানের এই মহান দায়িত্বে আপনি সুসফল হোন, অন্তর থেকে এই কামনা থাকলো।

এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

Experiential learning সম্বন্ধে আপনার পরিষ্কার ধারণা এই বইটি ব্যবহারের জন্য আপনাকে সর্বাধিক সাহয্য করবে। Experiential learning- এ মোটা দাগে শিক্ষার্থীর একটি Learining cycle বা শিখন চক্রের মধ্য দিয়ে যায়, যার চারটি ভাগ আছে।

অভিজ্ঞতা

চিনের চক্রটি সংক্ষিপ্তভাবে আপনার সামনে তুলি ধরছি।

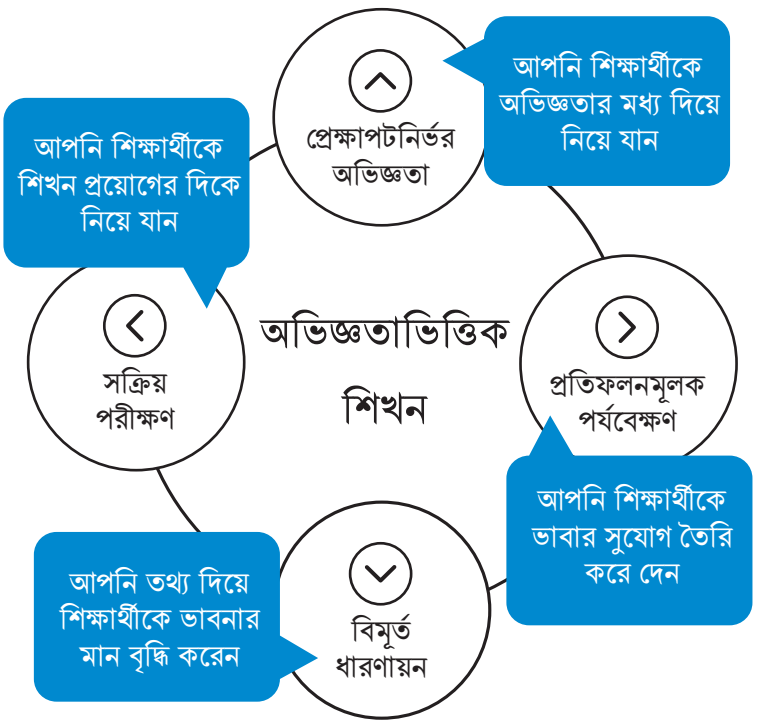

এই চক্রটি আশা করে যে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ, বিমূর্ত ধারণায়ন এবং সক্রিয় পরীক্ষণ এই চারটি ধাপে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবে। সপ্তম শ্রেণির সেই তিনটি শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাগুলো দেখুন:

- খ্রীষ্টধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।
- খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।
- খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখাতে পারা।

যোগ্যতা

লক্ষ করুন, উপরের তিনটি যোগ্যতা প্রকৃতিগতভাবে আগের শিখনফল বা Learning Outcome থেকে ভিন্ন। এই নতুন ভাবনায় যোগ্যতাকে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা এই যোগ্যতা বা যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে যা তাদের নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত করবে আরও জানতে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পড়ার জন্য অনুরোধ রইলো।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতিতে আপনি মানে শিক্ষক একজন সহায়তাকারী এবং শিশু তথা শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকায় আসীন হয়। আপনি শিক্ষক হিসেবে যা যা করলে শিক্ষার্থী প্রতিটি যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাই মূলত এই বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ্রীষ্টধর্মের সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত তিনটি যোগ্যতা এই বইটিতে মোট সাতটি বহুধাপী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রদান করার কথা বলা হয়ছে। যেমনটি বলেছিলাম, সময়ের সাথে সাথে আপনিও চাইলে এই বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন অভিজ্ঞতা Design করতে পারেন।

এই বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু ফাঁক জায়গা রাখা আছে। সেখানে কোনো সেশন নিয়ে আপনার ভাবনা, শিখন কৌশল নিয়ে কোনো চিন্তা, নতুনত্ব আনার জন্য কোনো পরিকল্পনা, প্রভৃতি লিখে রাখতে পারেন। একটি খুব আন্তরিক চাওয়া হলো এই বইটির সাথে আপনার সখ্যতা গড়ে উঠুক।

সেশন

লক্ষ করুন, Experiential learning- এ সনাতন ক্লাস বা শ্রেণিকক্ষের ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে চাওয়া হয়। তাই ‘‘ক্লাস’’ বোঝাতে ‘‘সেশন’’ ব্যবহার করা হয়েছে।

যোগ্যতা	বহুধাপী অভিজ্ঞতার সংখ্যা	৪৫ মিনিট ধরে সেশনের সংখ্যা
১	৩	২৫
২	২	১২
৩	২	১৯
	মোট	৫৬

এখন চলুন, প্রতিটি যোগ্যতার জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ ৬২ শিখন ঘন্টার বন্টন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। এর সাথে সবগুলো সেশন আপনি বছর জুড়ে যেভাবে পরিচালনা করতে পারেন তাও তুলে ধরছি।

লক্ষ করুন, experiential learning-এ শিক্ষার্থীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া বা field trip- কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই আপনি চাইলে বছরব্যাপী উদ্‌যাপিত খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন উৎসবগুলোকে এই পরিকল্পনার আওতায় field trip- এর জন্য বিবেচনা করতে পারেন। একটি উদাহরণ দেই: আপনি উপবাস কালের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে পুণ্য শুক্রবার বা Good Friday এর জন্য গির্জায় বা অন্যত্র field trip- সংগঠিত করতে চাইলে বর্ষপঞ্জিতে দেখুন কখন Good Friday হবে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগেই নেওয়া শুরু করুন। এছাড়াও আশা করছি এই বাৎসরিক পরিকল্পনাটি আপনাকে বিভিন্ন ভাবনার খোরাক দিবে।

এই বইটিতে বিবৃত সেশনসমূহ শিক্ষার্থীর বইয়ে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে সহজ করে ছবি দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেশনকে শিক্ষার্থীর বইয়ে "সেশন" না বলে বলা হয়েছে ''উপহার''। যেমন যদি এই বইয়ে একটি সেশনের শিরোনাম হয় ''সেশন নং ১'', তবে শিক্ষার্থীর বইয়ে সে সেশনের জন্য প্রযোজ্য অংশের নাম রাখা হয়েছে ''উপহার ১''।

"যোগ্যতা"-কে শিক্ষার্থীর বইয়ে "যোগ্যত" নামে রাখা হয়নি। এর পরিবর্তে প্রতিটি যোগ্যতা নাম দেওয়া হয়েছে ''অঞ্জলি''। যেমন ''যোগ্যতা ১'' শিক্ষার্থীর বইয়ে ''অঞ্জলি ১'' নামে রাখা হয়েছে।

এই বইটিতে যেকোনো link যা youtube video বা অন্যান্য resource-কে ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়, তা ব্যবহারের সুবিধার্থে QR Code একটি সুবিধাজনক সংকেত যা আপনি আপনার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পড়ে নিতে পারেন। এই সংক্রান্ত ''Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা'' এই বইটির পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, সকল জেন্ডারের শিক্ষার্থীরা স্বীয় স্বকীয়তা নিয়ে যাতে বিভিন্ন কাজগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেটা নিশ্চিত করুন।

একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, সকল জেন্ডারের শিক্ষার্থীরা স্বীয় স্বকীয়তা নিয়ে যাতে বিভিন্ন কাজগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেটা নিশ্চিত করুন। জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে সজাগ থাকুন, নিজেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করুন: আপনার কোনো কাজে জেন্ডারের শিক্ষার্থী বঞ্চিত বা নিগৃহীত হচ্ছে কি?

আরেকটা কথা, এই বইয়ে বিভিন্ন চিহ্ন তথা icon ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা প্রদান করা হয়েছে। যখনই কোনো icon দেখবেন উক্ত icon-সংক্রান্ত তথ্যটি বিবেচনায় রাখবেন। নিচে icon- গুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

- গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা ধারণা – জানুন, মনে রাখুন
- প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
- প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
- বিমূর্ত ধারণায়ন
- সক্রিয় পরীক্ষণ
- পবিত্র বাইবেল
- আলোচনার জন্য প্রশ্ন/topic
- একটি সম্পূর্ণ বহুধাপী অভিজ্ঞতা
- গান
- তালিকা/বিবরণী লেখা
- নাকট/অভিনয়/ভূমিকাভিনয়
- নির্দেশনা
- নোট
- প্রশ্ন/জিজ্ঞাস্য
- প্রার্থনা
- বিশেষ ভাবনা
- মূল্যায়ন

বিশেষ ক্ষেত্রে এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

কোভিড-১৯ অতিমারি বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্য সম্পাদন করা হবে তা নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। পরিচিত, কোলাহলমুখর এবং প্রাণচঞ্চল সরাসরি সেশনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর একজন শিক্ষক হিসেবে সহস্র সীমাবদ্ধতার মাঝেও আপনি এই নিদারুণ সময়ে হয়তো online মাধ্যমে ব্যবহার করে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করেছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

লক্ষ করুন, সেশন online হোক বা সরাসরি, শিখন-শিক্ষণের মূল দর্শন বা ভাবনা কিন্তু একই। তাই কিছু বিশেষ প্রস্তুতি আপনাকে সরাসরি সেশনের অনুরূপ দক্ষতা বা সাবলীলতায় online সেশন পরিচালনার জন্য কিন্তু প্রস্তুত করতে পারে। আর কোভিড-১৯ বা এ জাতীয় কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে দেশ বা এলাকাব্যাপী লকডাউনে পুনরায় online সেশন চালু হাওয়া সম্ভবপর একটি ঘটনা। সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই প্রস্তুতি অর্জন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইয়ে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে, বিশেষভাবে অনলাইনে কীভাবে পরিচালনা করবেন তার কিছু প্রস্তাব এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং আরও কিছু সক্ষমতা যেমন কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিগম্যতা, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা, প্রভৃতি আপনাকে এখানে প্রস্তাবিত উপায়গুলোকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাত্রার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এই প্রস্তাবগুলো আপনার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার অনুরোধ রইলো।

যে সকল শিক্ষার্থীর শুনতে, বলতে, দৃষ্টিসংক্রান্ত অথবা অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের জন্য online সেশন সম্পাদনে বিশেষভাবে যত্ন নিন।

শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। কোনো কাজ সম্পাদনে অন্য শিক্ষার্থী থেকে তাকে সময় বাড়িয়ে দিন। খুঁজে দেখুন বিশেষ কোনো শিক্ষা উপকরণ আছে কি না যা ঐ শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে। যেমন দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় screen- এর সকল text পড়ে শোনায় এমন application ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন একটি free application হলো NVDA (www.nvaccess.org)। পাশাপাশি যে শিক্ষার্থী কিঞ্চিৎ দেখতে পায় তার জন্য monitor- এর scaling level বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা দিন।

Online সেশন পরিচালনায় কিছু application software যেমন zoom বা google classroom এমনকি Facebook-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই application- গুলো বেশ সহজ বা intuitive

যা আপনি হয়তো ইতোপূর্বে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার করতে পারা এবং ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারা প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের জন্য পূর্বাবশ্যক। তাই application-গুলো ব্যবহারে পারদর্শী হতে চেষ্টা করুন। এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ হলে তাতে অংশগ্রহণ করুন, YouTube- এ বাংলা কিংবা ইংরেজিতে সহায়ক video দেখুন বা পরিচিত কারও কাছে থেকে শিখে নিন।

প্রথম এবং প্রধান কথা হলো শিখন-শিক্ষণ একটি সামাজিক ঘটনা। তাই এটা মাথায় রাখুন Online- এ সেশন সম্পাদনের যে সকল ত্রুটি আছে তা অনেকাংশে লাঘব হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো আপনার Online সেশনটি যাতে শিক্ষার্থীর জন্য আগ্রহোদ্দীপক এব উষ্ণ হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই বইয়ের বর্ণিত সকল সেশন এমনভাবে design করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা খুব কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ধরা দেয়। তাই এই সেশনগুলো Online-এ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি মনে রাখুন। সরাসরি সেশনের বিভিন্ন অংশগুলো Online-এ কেমন হতে পারে তার কিছু ধারণা ডান দিকের টেবিলে দেওয়া হলো।

আপনার সেশনটি কীভাবে শুরু করবেন এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা আকর্ষণীয় হবে কি না তা সেশন শুরুর পূর্বে বিশেষভাবে ভেবে রাখুন। একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং খোশগল্প করার জন্য। সেশন চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম ধরে সম্বোধন করুন এবং চেষ্টা করুন class size যেমনই হোক না কেনো সবাই যাতে সেশনে সম্পৃক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া শুনন এবং অন্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করুন। দলগত কাজ দিতে পারেন (যেমন zoom-এর breakout room ব্যবহার করে)।

যদি আপনার কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে, যেমন ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা বা বিদ্যুৎ না থাকা, কিংবা zoom বা অন্য app ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা, তাহলে চ্যালেঞ্জগুলো সমাধানের জন্য বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করুন। হতে পারে

সরাসরি সেশন		Online সেশন
আপনি বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু তথ্য সরাসরি জানান	⟶	শিক্ষার্থীদের যে জায়গায় নিয়ে যেতেন তার video দেখান
আপনি শিক্ষার্থীদের field trip-এ নিয়ে যান	⟶	আপনি Online-এ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন
শিক্ষার্থী কোনো কিছু উপস্থাপন করে	⟶	শিক্ষার্থী powerpoint- এর মাধ্যমে উপস্থাপন করে (যেমন zoom-এর share screen ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে	⟶	শিক্ষার্থীরা Online application- এ আলোচনা করে (যেমন zoom-এর breakout room ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করে	⟶	শিক্ষার্থীরা Online application- এ দলগত কাজ করে (যেমন zoom-এর breakout room ব্যবহার করে এবং পাশাপাশি ইমেল ও অন্যান্য application ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লেখে বা আঁকে	⟶	শিক্ষাথীরা Online application-এ লেখা বা আঁকে (যেমন zoom-এ whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা কোনো লিখিত কিছু জমা দেয়	⟶	শিক্ষার্থীরা লেখার ছবি তুলে বা word file বা PDF শিক্ষককে Online- এ পাঠায় (যেমন ইমেল)
শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু অভিনয় করে একক বা দলগতভাবে	⟶	শিক্ষার্থীরা তার অংশ Online- করে দেখায় বা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগুলো record করে শেষে জোড়া দেওয়া হয়
শিক্ষার্থী তার ভাবনা লেখে	⟶	শিক্ষার্থীর তার ভাবনা Online- এ লেখে (যেমন google docs বা google forms বা zoom-এ chat ব্যবহার করে)

আপনি Facebook বা এর Messenger সেবা ব্যবহার করতে পারেন বা WhatsApp ব্যবহার করতে পারেন, তবে সেগুলো ব্যবহার করেই Online সেশন পরিচালনা করতে চেষ্টা করুন। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে ছবি বা video record করে শিক্ষার্থীদের সাথে share করার ব্যবস্থা করুন।

Online-এ সেশন পরিচালনায় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ইন্টারনেট সংযোগের অপ্রতুলতা বা গতি নিয়ে সমস্যা না থাকলে শিক্ষার্থীদের ক্যামেরা চালু রাখতে বলুন। ক্যামেরা চালু রাখাটা সেশনের সকল কার্যক্রমের জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি শিক্ষার্থীরা Online সেশনে অংশগ্রহণ করছে না যোগ দিয়ে চলে গিয়েছে তা বুঝতেও সাহায্য করে। Online-এ কোনো শিক্ষার্থী যাতে অপর কোনো শিক্ষার্থীকে উত্যক্ত না করে সে দিকে বিশেষ

নজর দিন। এরকম কোনো কিছু ঘটলে সাথে সাথে থামান এবং ব্যবস্থা দিন। উত্যক্তকারী শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলুন এবং উত্যক্তের শিকার শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ান এবং ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করুন। Online bullying বা cyberbullying একটি ঘৃণ্য সমস্যা যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করুন।

সর্বোপরি online সেশনে অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারার অনুরোধ রইলো। এই ব্যবস্থায় video এবং অন্যান্য অনেক interactive উপকরণ ব্যবহার বেশ সহজ হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের বদলে একটা ভিন্ন পরিবেশে মানে তাঁর নিজের ঘরের পরিবেশে মজার অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করার চমৎকার কাজটি কিন্তু আপনিই করছেন!

সূচিপত্র

যোগ্যতা ১

সেশন ১	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: পবিত্র বাইবেল পরিচিতি	৩
সেশন ২	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: দলগত আলোচনা	৫
সেশন ৩-৪	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: পবিত্র বাইবেলের রচয়িতা একমাত্র ঈশ্বর	৬
সেশন ৫-৬	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: বাইবেল বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা	১১
সেশন ৭	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: Family Tree আঁকবো	১২
সেশন ৮৮	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: চিরকুটের খেলা	১৪
সেশন ৯-১১	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি	১৫
সেশন ১২	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ছবি আঁকা	২০
সেশন ১৩	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ভূমিকাভিনয়	২১
সেশন ১৪	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: যীশুকে অনুসরণ করি	২২
সেশন ১৫	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: উপস্থাপন	২৩
সেশন ১৬-১৭	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: মন্ডলীর ঐতিহ্য জানবো	২৪
সেশন ১৮-১৯	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: গীর্জা/চার্চে অংশগ্রহণ	২৬
সেশন ২০	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ঐতিহ্যের তালিকা	২৭
সেশন ২১-২২	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: মন্ডলীর শিক্ষা ও গুরুত্ব	২৮
সেশন ২৩	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষার গুরুত্ব	৩২
সেশন ২৪-২৫	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ঐতিহ্য ও শিক্ষার চর্চা	৩৩

যোগ্যতা ২

সেশন ২৬	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: Brainstorming/মাথা খাটাই	৩৬
সেশন ২৭	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: Flash Card- এর খেলা	৩৮
সেশন ২৮	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ঈশ্বর ও তাঁর দেহধারণ	৪০
সেশন ২৯	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: কার্ডে প্রবাহচিত্র অঙ্কন	৪২
সেশন ৩০	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: দেয়ালিকা তৈরি করবো	৪৩
সেশন ৩১	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: চলো যীশুর দর্শন সম্পর্কে জানি	৪৪
সেশন ৩২	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: মন পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে শৌল	৪৬
সেশন ৩৩-৩৪	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম:শৌলকে যীশুর দর্শন	৪৮
সেশন ৩৫-৩৬	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ভূমিকাভিনয়	৫৩
সেশন ৩৭	: শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: নিজের মন পরিবর্তন	৫৫

যোগ্যতা ৩

সেশন ৩৮ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ৫৮
সেশন ৩৯ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: দলগত কাজ ৬০
সেশন ৪০-৪১ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ৬১
সেশন ৪২-৪৩ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: মূল্যবোধ ৬৬
সেশন ৪৪-৪৫ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: ভূমিকাভিনয় ৬৮
সেশন ৪৬ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: নিজেকে প্রস্তুত করো ৭১
সেশন ৪৭-৪৮ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: এসো পড়ি ও ছবি আঁকি ৭২
সেশন ৪৯-৫০ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: চলো দলগত কাজ করি ৭৬
সেশন ৫১ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: চলো Expert Jigsaw করি ৭৭
সেশন ৫২-৫৪ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: জীবনী থেকে শেখা ৭৮
সেশন ৫৫-৫৬ : শিক্ষার্থীর বইয়ে শিরোনাম: যে কাজটি ভালো লাগে তা তুমি বেছে নাও ৮৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট
খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা ৮৫
আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/Checklist ৮৬
অংশগ্রহণ Rubric ৮৭
উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/Checklist ৮৮
অর্পিত কাজ Rubric ৮৯
Field Trip- এর অনুমতিপত্র ৯১
Field Trip নিরাপত্তা যাচাই- তালিকা ৯২
Online/Audiovisual Materials চালানোর যাচাই-তালিকা ৯৫
নমুনা আমন্ত্রণপত্র ৯৬

যোগ্যতা ১

সপ্তম শ্রেণির প্রথম শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

খ্রীষ্টধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।

যোগ্যতা নম্বর ১
বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা ৩
সেশন সংখ্যা ২৫

এই যোগ্যতার তিনটি বহুধাপী অভিজ্ঞতা সপ্তম শ্রেণির প্রথম শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে যেখানে বলা হচ্ছে যে, শিক্ষার্থী খ্রীষ্টধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, প্রথম যোগ্যতার "ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা" অংশটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম যোগ্যতার এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি সম্পাদনের সময় খেয়াল রাখুন যে শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনের সময় যা করছে তার মাধ্যমে যাতে তারা ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণের দক্ষতা অর্জন করে। এটাই এই যোগ্যতার মূল কামনা।

ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা

আলাদা আলাদা সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাটি কীভাবে আপনি পরিচালনা করবেন তা এখন বর্ণনা করা হবে।

প্রথম যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

১-৬

পর্যন্ত

সেশন ১

প্রস্তুতি

একটি সচিত্র বাইবেল (যেমন: ottheinrich বা অট্হাইন্রিশ্ বাইবেল) এর কিছু পৃষ্ঠা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করুন। শিক্ষার্থীদের বইয়ে এই সচিত্র বাইবেল-এর একটি পৃষ্ঠার ছবি দেওয়া আছে। পাশাপাশি common Language Bible শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং একজন শিক্ষার্থীকে বাইবেলের ১/২টি পদ পড়তে বলুন। পাঠশেষে সবাইকে ২/৩ মিনিট এ পাঠের উপর ধ্যান করতে বলুন।

একটি সুন্দরতম বাইবেল প্রদর্শন

এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা একটি খুব সুন্দর বাইবেল দেখবে। আপনি এটা মাল্টিমিডিয়ায় বা এর পোস্টার/ছবি দেখাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের তাদের বইয়ের সংশ্লিষ্ট উপহার-এর দিকে তাকাতে বলুন। বলুন, ‘‘অট্হাইন্রিশ্ বাইবেলর-এর যে পৃষ্ঠাটি এখানে দেওয়া আছে সে পৃষ্ঠাটিতে মথি ৪-এর সচিত্রায়ন হয়েছে। তোমাদের বোঝার জন্য ঐ একই অংশের common Language Bible- এর বাংলা আর ইংরেজি পৃষ্ঠাটিও দেওয়া হয়েছে। দেখো, বাইবেল-এর ভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এর কথা হাজারো বছর ধরে মানুষকে আলো দেখাচ্ছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন সচিত্র বাইবেল-এর একটি হলো ottheinrich বা অট্হাইন্রিশ্ বাইবেল।

এটা জার্মান ভাষায় নতুন নিয়মের প্রাচীনতম এখনো সংরক্ষিত থাকা সচিত্র বাইবেল। সম্ভবত ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাভারিয়া-ইঙ্গলসস্ট্যাড-এর (বর্তমান জার্মানি) ডিউক বা রাজা সপ্তম লুডভিগ এই বাইবেল অনুবাদ এবং অলঙ্করণের কাজটি শুরু করিয়েছিলেন। বাইবেলটির ভাষা ছিল সম্ভবত ইঙ্গলসষ্ট্যাড। সব মিলিয়ে, এই দুর্দান্তভাবে অলঙ্কৃত বাইবেলে ৩০৭টি পশুচর্ম পাতায় ১৪৬টি চিত্র এবং ২৯৪টি অলঙ্কৃত অক্ষরসমৃদ্ধ অনুচ্ছেদ রয়েছে।''

এবার প্রশ্ন করুন, ''এখন থেকে কত বছর আগে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ ছিল? ''শিক্ষার্থীরা উত্তর দিলে আপনি বিস্মিত হয়ে বলবেন, ''দেখেছো কত কত বছর আগেহ এই মনোরম বাইবেলটি লেখা হয়েছিল? তোমরা আরো অবাক হবে যে যীশুর জন্মের ১০০০ বছর আগে বাইবেলটি লেখা শুরু হয়েছিল হিব্রু ভাষায়। অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০-১৬৫ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (old Testament) হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল।''

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন, ''বাড়িতে গিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে মা-বাবা/ অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করবে। তাদের কাছ থেকে যা জানতে পারবে তা লিখে পরের সেশনে নিয়ে আসবে।"

- পবিত্র বাইবেলের রচয়িতা কে?
- বাইবেলে কয়টি ভাগ আছে?
- কোন ভাগে কয়টি পুস্তক আছে?
- আমরা বাইবেল পড়ে কী জানতে পারি?

মূল্যায়ন- লিখিত কাজের মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুভকামনা করে বিদায় নিন।

সেশন ২

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন এবং প্রতিটি দলে নিচের প্রশ্নসংবলিত চিরকুট দিবেন আলোচনার জন্য।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

দলগত কাজ

প্রতিটি দলে নিচের প্রশ্ন সংবলিত কাগজ সরবরাহ করুন। আলোচনার জন্য ১০মিনিট সময় দিন।

- বাইবেলের নতুন নিয়মে কী আলোচনা করা হয়েছে?
- বাইবেলের পুরাতন নিয়মে কোন ঘটনাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে?
- আমরা কেন বাইবেল পাঠ করি?

১০ মিনিট আলোচনার পর প্রতি দলনেতাগণ একসাথে বসবে এবং নিজ দলের আলোচনার বিষয় শেয়ার করবে। দলনেতা অন্য দল থেকে পাওয়া নতুন তথ্য সংগ্রহ করে নিজ দলের সাথে শেয়ার করবে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুভকামনা করে বিদায় নিন।

মূল্যায়ন- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের লিখে আনা প্রশ্নগুলোর উত্তর মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

সেশন ৩-৪

প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন। একটা বড় পোস্টার পেপারে বাইবেলের দুটি ভাগ এবং পুস্তকসমূহের নাম সুন্দর করে লিখে প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সমবেত প্রার্থনা করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন। এবার শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন বাইবেল কী, বাইবেলের ভাগসমূহ, পুস্তকসমূহের নাম ও সংখ্যা এবং বাইবেল পাঠের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

"ছেলেবেলা থেকে তুমি পবিত্র শাস্ত্র থেকে শিক্ষালাভ করেছ। আর এই পবিত্র শাস্ত্রই তোমাকে খ্রীষ্ট যীশুর উপর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জ্ঞান দিতে পারে। পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, যাতে ঈশ্বরের লোক সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভাল কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।"

২ তীমথিয়৩:১৫-১৭

সহজ করে বলুন

নিঃসন্দেহে ঈশ্বর বাইবেলের রচিয়তা । পবিত্র আত্মা বিভিন্ন প্রবক্তা ও প্রেরিত শিষ্যদের তাঁর জ্ঞানে অনুপ্রাণিত করে ঈশ্বরের বাক্য লিখকে পরিচালিত করেছেন। ঈশ্বরের মনোনিত ৪০ জন ব্যক্তি ১৬০০ বছরে বাইবেল লিখেছেন। এই ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যেমন যিশাইয় ছিলেন একজন ভাববাদি, ঈস্রা ছিলেন যাজক, মথি ছিলেন কর-আদায়কারি, মোশী ছিলেন মেষপালাক, লূক ছিলেন চিকিৎসক, পৌল তাবু সেলাই করতেন, যোগন ছিলেন জেলে। তারা সবাই ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি এবং ১৬০০ বছরের ব্যবধান থাকা সত্বেও বাইবেলের ঘটনা বর্ণনায় কোন বৈপরিত্য নেই বরং ধারাবাহিকতা রয়েছে। বাইবেল লেখকগণ সবাই নিজ ভাষায় এক ইশ্বরের কথা এবং মানুষের পরিত্রাণের পথ যে যীশুখ্রীষ্ট তা প্রকাশ করেছেন। এটা কেবল সম্ভব হয় যদি সম্পূর্ণ বাইবেল ঈশ্বরের পরিচালনাতেই লেখা হয়।

পবিত্র বাইবেল কী

গ্রিক শব্দ ''বিবলিয়া'' থেকে এসেছে বাইবেল। বাইবেলের যথার্থ অর্থ বই বা পুস্তক। বাইবেলে ছোট-বড় বেশ কটি পুস্তক আছে। পবিত্র বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর পূর্বে, রাজা দায়ুদ ও সলোমনের রাজত্বকালে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় কয়েকজন লেখক বাইবেল লিখেছেন। বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে ভালোবাসার এক দীর্ঘ ইতিহাস। পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলোর একটির সাথে অন্য ঘটনার ধারাবাহিকতা রয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের ভাগসমূহ

পবিত্র বাইবেল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত- পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম। নিয়ম মানে সন্ধি। এ কারণে এ ভাগ দুটিকে যথাক্রমে প্রাক্তন সন্ধি ও নব সন্ধি বলা হয়।

পুরাতন নিয়ম বা প্রাক্তন সন্ধি

পুরাতন নিয়মে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বের কথা লেখা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর ভক্ত আব্রাহামের সাথে এক মহাসন্ধি স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আব্রাহামের বংশ আকাশের তারকারাজির মতো ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মতো অগণিত হবে। আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের আপন করে নিয়েছেন এবং চেয়েছেন যেন তারাও ঈশ্বরকে ভালোবাসেন। এভাবে ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুরাতন নিয়মে এ সম্পর্কই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঈশ্বর তাঁর এ জাতির জন্য রাজা ও প্রবক্তাদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী ইস্রায়েল জাতিকে পরিচালনা করেছেন। পুরাতন নিয়মে তারই ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ৪৬টি। এ পুস্তকগুলো ৪ ভাগে বিভক্ত-

ক) পঞ্চপুস্তক (৫টি)

খ) ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ (১৬টি)

গ) জ্ঞানধর্মী পুস্তক (৭টি)

ঘ) প্রাবক্তিক ভাববাদী পুস্তকসমূহ (১৮টি)

নতুন নিয়ম বা নব সন্ধি

দীক্ষাগুরু সাধু যোগহনের জন্ম থেকে শুর করে প্রেরিত শিষ্যদের বাণী প্রচার কাজ নিয়ে নব সন্ধি লেখা হয়েছে। নতুন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা ২৭টি। এ পুস্তক আবার ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. মঙ্গল সমাচার (সুসমাচার), যাতে আছে চারটি বই : মথি, মার্ক, লূক, যোহন
২. খ্রীষ্টমন্ডলীর ইতিহাস যাতে আছে একটি বই: শিষ্যচরিত বা প্রেরিতদের কার্যাবলী
৩. সাধু পৌলের নামে পরিচিত ধর্মগ্রন্থসমূহ – ১৪টি। যথা : রোমীয়, করিন্থীয় ১, করিন্থীয় ২, গালাতীয় এফেসিয়া, ফিলিপীয়, কলসীয়, থেসালোনিকীয় ১, থেসালোনিকীয় ২, তিমথি ১, তিমথি২, তীতের, ফিলেমন, হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্র
৪. সাতটি ক্যাথলিক ধর্মপত্র বা পত্র। যথা: যাকোব, পিতর ১, পিতর ২, পিতর ৩, যোহন, যোহন ১, যোহন ২, যোহন ৩, যুদের (যিহুদা)
৫. প্রাবক্তিক/ভাববাদী গ্রন্থ – ১টি, যথা : প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য

প্রিয় শিক্ষক, আপনি আলাদা দুটি পোস্টার পেপারে পুরাতন নিয়মের ও নতুন পুস্তকসমূহের নাম প্রদর্শন করুন যাতে শিক্ষার্থীরা পুস্তকগুলোর নামের সাথে পরিচিত হতে পারে।

পবিত্র বাইবেল পাঠের গুরুত্ব

শিক্ষার্থীদের বলুন, বাইবেল হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। আমরা যেমন প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি ঠিক তেমনি বাইবেল পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে পারি। বাইবেল পাঠের মাধ্যমে বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। যেমন আদিপুস্তক পাঠ করে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে অনুপ্রাণিত হয়। নতুন নিয়মে রয়েছে যীশুর দেয়া নতুন বিধিবিধান যা আমাদের ঈশ্বর, মানুষ ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করে।

বাইবেল, মানব জাতির মুক্তির ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনা

শিক্ষার্থীদের বলুন, বাইবেলে রয়েছে মোট ৭৩ টি পুস্তক (প্রটেস্টান্ট বাইবেলে ৬৬টি) । এই পুস্তকগুলোতে মানব জাতির মুক্তির ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রিয় শিক্ষক, আপনি একটা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি সহজভাবে বোঝাতে পারেন —

আদিপুস্তক: অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি, তাঁর বংশ আকাশের তারকারাজির মতো হবে এবং তারা হবে তাঁর আপন জাতি আর তাঁর বংশেই জন্ম নিবে মানব জাতির ত্রাণকর্তা।

↓

যাত্রাপুস্তক: মিশর দেশ থেকে মোশীর মাধ্যমে ইস্রালেয় জাতির মুক্তি এবং মোশীর হাতে দশ আজ্ঞা প্রদান।

↓

রাজাবলি: কয়েক রাজা যেমন, শলোমন ও দায়ূদের মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে পরিচালনা করেন এবং দায়ূদ বংশে উদ্ধারকর্তার জন্ম নিবে এই প্রতিশ্রুতি দেন।

↓

বিভিন্ন প্রবক্তাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন যারা ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন এবং প্রবক্তাগণ যীশুর জন্ম বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন।

↓

বাইবেলের নতুন নিয়মে মঙ্গলসমাচারে দেখানো হয়েছে দায়ূদ বংশেই যীশুর জন্ম হয়েছে এবং যীশুই সেই মশীহ যার আসবার কথা প্রবক্তাগণ (ভাববাদীগণ) বলে গেছেন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

পারিবারিক বাইবেল অধ্যয়ন

সেশন ৫-৬

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের পূর্বের সেশনে ৫/৬ টি দলে ভাগ করুন এবং বলুন যে প্রত্যেক দলনেতা বাইবেলের নির্দিষ্ট অংশ থেকে কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য ১০/১২টি প্রশ্ন তৈরি করে আনবে। বাইবেল কুইজের জন্য বাইবেল থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের আগে জানিয়ে দিন। তথ্য মিলকরণ টেবিল প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সমবেত প্রার্থনা করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

বাইবেল বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা এবং তথ্য মিলকরণ

দলনেতাদের বলুন, ‘‘নিজের প্রশ্নপত্রটি অন্য দলকে দাও।’’ প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীকে ১০ মিনিটের মধ্যে তা লিখতে বলুন। যে বেশি নম্বর পাবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এবার প্রত্যেক দলনেতা নিজের তৈরি করা প্রশ্নপত্রের উত্তর জোরে পাঠ করবে যাতে অন্যরা ভুল উত্তরের সঠিক উত্তর জেনে নিতে পারে।

একটি টেবিল তৈরি করুন যেটাতে প্রথম কলামে বাইবেলের পুস্তকের নাম এবং দ্বিতীয় কলামে বাইবেলের কিছু ঘটনা এলোমেলোভাবে দেয়া থাকবে। যেমন:

পুস্তকের নাম	ঘটনা
যাত্রাপুস্তক	যীশু-কে শয়তান পরীক্ষা করল
আদিপুস্তক	সাধু স্তেফান/ স্তিফান শহিদ হলেন
শিষ্যচরিত/প্রেরিত	যীশুর জন্ম
মথি	ইস্রায়েলীয়রা লোহিত সাগর পাড়ি দিলেন
মার্ক	অব্রাহাম/আব্রাহাম এর মহাপরীক্ষা

শিক্ষার্থীকে বলুন, বাইবেলের নির্দেশনা মেনে দুটি কাজ করে পরবর্তী শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

শেষ

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করুন।

প্রথম যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিচঞ্জতা চলবে

সেশন

৭ - ১৫

পর্যন্ত

সেশন ৭

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীরা সবসময়ই তাদের শিক্ষক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আপনি যদি পোস্টার পেপারে নিজের Family Tree এঁকে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যান তাহলে তারা খুব মজা পাবে।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। জিজ্ঞেস করুন তারা ভালো আছে কি না।

Family Tree

আলাপ করতে করতে জানার চেষ্টা করুন তাদের কার কার পরিবার দাদু/ঠাকুরদা, দাদি/ঠাকুরমা আছে। তারপর বলুন যে আমাদের সবার বংশপরিচয় বা পূর্বপুরুষ আছে। এবার আপনার নিজের Family Tree তাদের সামনে প্রদর্শন করুন। বলুন যে দাদুরও বাবা ছিল, এভাবে পর্যায়ক্রমে তোমার জন্ম হয়েছে। বুঝিয়ে বলুন যে সকল মানুষের জন্মের উৎস বা root রয়েছে যা তার পরিচয়।

এবার আপনি পোস্টার পেপারে আঁকা নিজের Family Tree শিক্ষার্থীদের দেখান। পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া নমুনা Family Tree –টির মতো করে আঁকতে পারেন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন, বাড়িতে গিয়ে তোমরা মা-বাবা অথবা পরিবারের অন্য কারো কাছ থেকে তোমার বংশের পূর্বপুরুষগণ কে ছিলেন তা জেনে নিবে এবং নিজের Family Tree পোস্টার পেপারে আঁকবে। পরবর্তী সেশনে এটা জমা দিবে।

শেষ

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করুন।

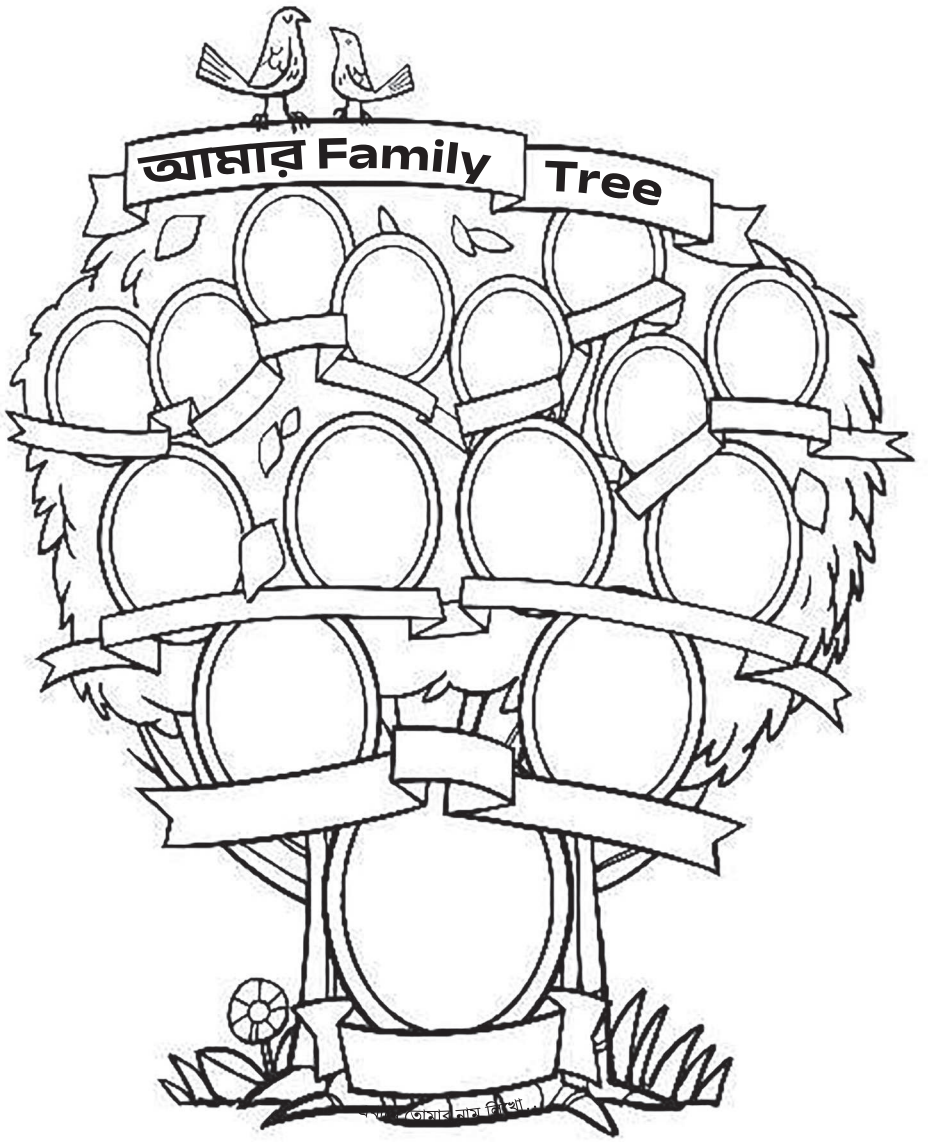

সেশন ৮

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন। তারা নিজেরাই নিজ নিজ দলের দলনেতা নির্বাচন করবে।

চিরকুটে তিনটি প্রশ্ন লিখে প্রস্তুত করুন। প্রশ্নগুলো হতে পারে —

- যীশুর জন্ম সম্পর্কে ভাববাদীগণ কী বলেছেন?
- যীশুর জন্মের ঘটনার সাথে যুক্ত আছেন যাঁরা তাদের নাম লিখ।
- যীশু কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন?
- কে যীশুর আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করেছেন?

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। জিজ্ঞেস করুন তারা ভালো আছে কি না।

চিরকুটের খেলা

শিক্ষার্থীদের বলুন দলে বসে চিরকুটে লেখা প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে। আলোচনা শেষে দলনেতাগণ প্রশ্নগুলোর উত্তর পোস্টার পেপারে লিখে ক্লাসরুমের সামনে ঝুলিয়ে দিবেন। প্রতিটি দলের সদস্য অন্য দলের লেখা পড়বে। তুমি যেসব পয়েন্ট পুরুত্বপূর্ণ মনে করবে তা নিজের নোট বুকে লিখে রাখবে।

মূল্যায়ন- অংশগ্রহণ Rubric ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের Feedback দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ৯-১১

প্রস্তুতি
শ্রেণিকক্ষে বাইবেল নিয়ে যাবেন।

বাস্তবায়ন
শুরু

শ্রেণি কার্যক্রমের শুরুতে সমবেত প্রার্থনা করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন, ‘‘আজ তোমরা যীশুর বংশতালিকা সম্পর্কে জানবে। ঈশ্বর আব্রাহম এবং ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মুক্তিদাতা যীশু দায়ূদ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। চলো দেখি বাইবেল এ বিষয়ে কী লেখা আছে।’’

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের বংশতালিকা

“যীশুখ্রীষ্ট দায়ূদের বংশের এবং দায়ূদ অব্রাহামের বংশের লোক।”

মথি ১:১

‘‘অব্রাহামের ছেলে ইস্হাক; ইস্হাকের ছেলে যাকোব; যাকোবের ছেলে যিহূদা ও তাঁর ভাইয়েরা; যিহূদার ছেলে পেরস ও সেরহ তাঁদের মা ছিলেন তামর; পেরসের ছেলে হিষ্রোণ; হিষ্রোণের ছেলে রাম; রামের ছেলে অম্মীনাদব; অম্মীনাদেবর ছেলে নহশোন; নহশোনের ছেলে সল্মোন; সল্মোনের ছেলে বোয়স তাঁর মা ছিলেন রাহব; রোয়াসের ছেলে ওবেদ তাঁর মা ছিলেন রূত; ওবেদের ছেলে যিশয়; যিশরে ছেলে রাজা দায়ূদ।

দায়ূদের ছেলে শালোমন- তাঁর মা ছিলেন ঊরিয়ের বিধবা স্ত্রী; শলোমনের ছেলে রহবিয়ামদ; রহবিয়ামের ছেলে অবিয়; অবিযের ছেলে আসা; আসার ছেলে যিহোশাফট; যিহোশাফটের ছেলে যোরাম; যোরামের ছেলে ঊষিয়; ঊষিয়ের ছেলে যোথম; যোথমের ছেলে আহস; আহসের ছেলে হিস্কিয়; হিস্কিয়ের ছেলে মনঃশি; মনঃশির ছেলে আমোন; আমোনের ছেলে যোশিয়; যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তাঁর ভাইয়েরা – ইস্রায়েল জাতিকে বাবিল দেশে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাবার সময় এঁরা ছিলেন।

যিকনিয়ের ছেলে শল্টিয়েল-ইস্রায়েল জাতিকে বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যাবার পরে এঁর জন্ম হয়েছিল; শল্টিয়লের ছেলে সরুব্বাবিল; সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূদ; অবীহূদের ছেলে ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর; আসোরের ছেলে সাদোক; সাদোকের ছেলে আখীম; আখীমের ছেলে ইলীহূদ; ইলীহূদের ছেলে ইলিয়াসর; ইলিয়াসরের ছেলে মত্তন; মত্তনের ছেলে যাকোব; যাকোবের ছেলে যোষেফ-ইনি মরিয়মের স্বামী।

এই মরিয়মের গর্ভে যীশু, যাঁকে খ্রীষ্ট বলা হয়, তাঁর জন্ম হয়েছিল।
‘‘এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ থেকে বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; বাবিলে বন্দী হবার পর থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।”

মথি ১:২-১৭

একটু সহজ করে বলুন

ঈশ্বরভক্ত অব্রাহাম ছিলেন ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেছিলেন যে তার বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে। রাজা দায়ূদ আব্রাহামের বংশের লোক। এ দায়ূদ বংশের যীশু জন্মগ্রহণ করেছেন। যীশুই সেই মশীহ যাঁর জন্য ইস্রায়েল জাতি অপেক্ষা করছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দায়ূদ বংশে যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে।

যীশুর Family Tree

শিক্ষার্থীদের বলুন যে, তাদের মতো যীশুরও বংশপরিচয় আছে । যীশুর বংশতালিকায় যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাদের নাম লিখে যীশুর Family Tree আঁকো। আদম-হবা থেকে শুরু করে কার কার নাম উল্লেখ্যযোগ্য তাদের নামগুলো জানতে হবে শুধু Family Tree তৈরি করার জন্য নয়, তাদের নাম জানার দরকার কারণ তারা মানব জাতির মুক্তির ইতিহাসের ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন।

বাপ্তিস্মদাত যোহনের জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী

দীক্ষাগুরু যোগন যীশুর আগমনের জন্যলোকদের প্রস্তুত করেছেন। তার মা-বাবা হলেন ইলীশাবেত ও সখরিয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক বেশি বয়সে ঈলীশাবেত এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সখরিয়া তার নাম দেন যোহন। চলো দেখি বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।”

“এমন সময় ধূপ-বেদীর ডানদিকে প্রভুর একজন দূত হঠাৎ এসে সখরিয়কে দেখা দিলন। স্বর্গদূতকে দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং তিনি ভয় পেলেন।”

স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, ‘‘সখরিয়া, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমর স্ত্রী ঈলীশাবেতের একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম রেখো যোহন। সে তোমার জীবনে মহা আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মের দরুন আরও অনেকে আনন্দিত হবে, কারণ প্রভুর চোখে সে মহান হবে। ইস্রায়েলীয়দের অনেককেই সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনবে। নবী (ভাববাদী) এলিয়ের মত মনোভাব ও শক্তি নিয়ে সে প্রভুর আগে আসবে। সে বাবার মন সন্তানের দিকে

ফিরাবে এবং অবাধ্য লোকদের মনের ভাব বদলে ঈশ্বরভক্ত লোকদের মনের ভাবের মত করবে। এইভাবে সে প্রভুর জন্য এক দল লোককে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে।’’

লূক ১: ১১-১৪,১৬-১৭

সহজ করে বলুন

বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে যীশুর অগ্রদূত বলা হয়। কারণ যীশুর আগে এসে তিনি মানুষকে প্রস্তুত করেছেন যাতে তারা যীশুকে গ্রহণ করতে পারে। সেই আব্রাহাম থেকে শুরু করে মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করেছেন একজন মুক্তিদাতার জন্য। যোহনের জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যীশু আসছেন। যোহন শিখিয়েছেন কীভাবে পাপের ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকা যায়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিক্ষার্থীদের বলুন, "ঈশ্বর আব্রাহাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রবক্তার মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতিকে জানিয়েছেন যে ঈশ্বরপুত্র যীশু দায়ুদবংশে জন্মগ্রহণ করবেন। ইলীশাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারিয়াকে দেখা দিলেন। চলো দেখি, গাব্রিয়েল দূত মারিয়াকে কী বলে যীশুর জন্মসংবাদ দিয়েছিলেন।"

প্রভু যীশুর জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী

"ইলীশাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন ঈশ্বর গালীল প্রদেশেল নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, ''প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন।"

এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম শুভেচ্ছার মানে কি। স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, ''মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুষুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাকোবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।''

তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, ''এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।''

স্বর্গদূত বললেন, ''পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। দেখ, এই বুড়ো বয়সে তোমার আত্মীয়া ইলীশাবেতের গর্ভেও ছেলের জন্ম হয়েছে। লোকে বলত তার ছেলেমেয়ে হবে না, কিন্তু এখন তার ছয় মাস চলছে। ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।''

মরিয়ম বললেন, ''আমি প্রভুর দাসী, আপনার কথামতই আমার উপর সব কিছু হোক।'' এর পরে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলন।''

লূক ১: ২৬-৩৮

একটু সহজ করে বলুন

ঈশ্বর তাঁর প্রিয় ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়ে এ পৃথিবীতে আসবেন আর মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন। তিনি দায়ূদ বংশে এবং মরিয়া নামে এক কুমারী মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। স্বর্গদূত যখন মারিয়াকে যীশুর জন্মসংবাদ দিয়েছেন তখন যোষেফের সাথে মারিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। যোষেফ ছিলেন দায়ূদ বংশের লোক। মারিয়া ছিলেন ঈশ্বর অনুরাগী। ঈশ্বরের এ ইচ্ছাকে তিনি মেনে নিয়েছেন।

তোমরা জানো যে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারিয়াকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে মারিয়া গর্ভবতী হয়েছেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে এবং তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবেন। তার নাম হবে যীশু। যীশুকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। এ শুভ সংবাদ জানানোর জন্য মারিয়া/মরিয়ম তাঁর জ্ঞাতি বোন ঈলীশাবেতের কাছে গেল।

ইলীশাবেতের ঘরে মরিয়ম

‘‘তারপর মরিয়ম তাড়াতাড়ি করে যিহূদিয়া প্রদেশের একটা গ্রামে গেলেন। গ্রামটা পাহাড়ি এলাকায় ছিল। মরিয়ম সেখানে সখরিয়ের বাড়িতে ঢুকে ইলীশাবেতকে শুভেচ্ছা জানালেন। ঈলীশাবেত যখন মরিয়মের কথা শুনলেন তখন তাঁর গর্ভের শিশুটি নেচে উঠল। তিনি পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে জোরে জোরে বললেন, ‘‘সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তুমি ধন্য এবং তোমার যে সন্তান হবে সেই সন্তানও ধন্য। আমার প্রভুর মা আমার কাছে এসেছেন, এ কেমন করে সম্ভব হল? যখনই আমি তোমার কথা শুনলাম তখনই আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নেচে উঠল। তুমি ধন্য, কারণ তুমি বিশ্বাস করেছ যে, প্রভু তোমাকে যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে।”

লূক ১: ৩৯-৪৫

মারিয়া/মরিয়ম এর মুখে ঈশ্বরের প্রশংসাগীত

“তখন মরিয়ম বললেন,
“আমার হৃদয় প্রভুর প্রশংসা করছে;
আমার উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরকে নিয়ে
আমার অন্তর আনন্দে ভরে উঠছে,
কারণ তাঁর এই সামান্য দাসীর দিকে
তিনি মনোযোগ দিয়েছেন।
এখন থেকে সব লোক আমাকে ধন্য বলবে,
তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,
সেইমতই তিনি তাঁর দাস
ইস্রায়েলকে সাহায্য করেছেন।
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের লোকদের উপরে
চিরকাল করুণা করবার কথা তিনি মনে রেখেছেন।”

লুক ১:৪৬-৪৮, ৫৪-৫৫

একটু সহজ করে বলুন

মারিয়া ইলীশাবেতের কাছে যীশুর জন্ম সংবাদ দিতে গেল। ইলীশাবেত মারিয়াকে দেখে খুব খুশি হলেন।তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করলেন কারণ তাঁর প্রভুর মা তাঁর কাছে গিয়েছে। মারিয়া/মরিয়ম নারীকুলে ধন্যা কারণ তিনি ঈশ্বরপুত্র যীশুর মা। মারিয়া/মরিয়ম দ্বিধাহীন মনে বিশ্বাস করেছেন যে ঈশ্বর যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে। ইলীশাবেতের সম্ভাষণ পেয়ে মারিয়া/মরিয়ম আনন্দচিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের এ মহান করুণার জন্য কৃতজ্ঞ।

ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে পাঠাবেন। মানুষ যাতে যীশুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে এজন্য ঈশ্বর যোহনকে আগে পাঠিয়েছেন। যোহন মানুষকে শিখিয়েছে কীভাবে নিজেকে সংশোধন করে ঈশ্বরের ভালোবাসা পাওয়া যায়। চলো এ বিষয়ে বাইবেল থেকে পাঠ করি।

বাপ্তিস্মদাতা যোগনের জন্ম

“সময় পূর্ণ হলে পর ইলীশাবেতের একটি ছেলে হল। তাঁর উপর প্রভুর প্রচুর করুণার কথা শুনে প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়েরা তাঁর সঙ্গে আনন্দ করতে লাগল। যিহূদীদের নিয়মমতো আট দিনের দিন তারা ছেলেটির সুন্নত করাবার কাজে যোগ দিতে আসলো। তারা ছেলেটির নাম তার বাবার নামের মত সখরিয় রাখতে চাইল, কিন্তু তার মা বললেন, “না, এর নাম যোহন রাখা হবে।”

তারা ইলীশাবেতকে বলল, ‘‘আপনার আত্মীয় –স্বজনদের মধ্যে তো কারও ঐ নাম নেই।”

তারা ইশারা করে ছেলেটির বাবার কাছ থেকে জানতে চাইল তিনি কি নাম দিতে চান। সখরিয় লিখবার জিনিস চেয়ে নিয়ে লিখলেন, ‘‘ওর নাম যোহন।’’

লূক ১: ৫৭-৬৩

“সেই শপথ তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ
আব্রাহামের কাছে করেছিলেন।
তিনি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন
যেন যতদিন বেঁচে থাকি
পবিত্র ও সৎভাবে তাঁর সেবা করতে পারি।
সন্তান আমার,
তোমাকে মহান ঈশ্বরের নবী বলা হবে,
কারণ তুমি তাঁর পথ ঠিক করবার জন্য
তাঁর আগে আগে চলবে।
কারণ তুমি তাঁর লোকদের জানাবে,
কীভাবে আমাদের ঈশ্বরের করুণার দরুন
পাপের ক্ষমা পেয়ে
পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।
তাঁর করুণায় স্বর্গ থেকে এক উঠন্ত সূর্য
আমাদের উপর নেমে আসবেন।”

লূক ১: ৭৩-৭৮

একটু সহজ করে বলুন

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম মানুষের পরিত্রাণের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কীভাবে পাপের ক্ষমা পেয়ে ঈশ্বরে দয়া লাভ করা যায় তা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি যীশুর আগে এসেছেন মানুষকে প্রস্তুত করার জন্য যাতে তারা যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করতে পারে।

সেশন ১২
ছবি আঁকা

প্রস্তুতি

বাইবেলের পঠিত ঘটনার উপর শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকতে দিন। এজন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও রং-পেন্সিল হাতের কাছে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

সুন্দর একটি ছবি অঙ্কন

কী বিষয়ের ওপর ছবি আঁকবে শিক্ষার্থীদের সে বিষয়ে ধারণা দিন। এভাবে বলতে পারেন- ‘‘মারিয়ার গর্ভে মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম, এ সুসংবাদ দিতে ইলীশাবেতের বাড়িতে মারিয়া- এ বিষয়ের ওপর তুমি নিশ্চয়ই একটি ছবি আঁকতে পারবে। তুমি কল্পনা কর যে মারিয়া পাহাড়ি পথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন। তারপর ইলীশাবেতের বাড়িতে পৌঁছে গেছেন ইলীশাবেত ঘর থেকে বেরিয়ে বোনকে অর্থাৎ মুক্তিদাতার মাকে উৎফুল্ল হয়ে জড়িয়ে ধরেছেন। তোমার অন্য সহপাঠীরাও ছবি আঁকছে। নির্দিষ্ট সময় ছবি আঁকা শেষ হলে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী বুলেটিন বোর্ডে লাগিয়ে দাও। তারপর অন্যদের ছবিগুলো লক্ষ করো। তোমাদের সবার আঁকা ছবিই ভিন্ন ভিন্নভাবে সুন্দর হয়েছে, তাই না? কারণ তোমাদের কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন।’’

মূল্যায়ন- শিক্ষার্থীদের অঙ্কন মূল্যায়ন করুন এবং Feedback দিন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। তারা নিজ দলের দলনেতা নিজেরাই নির্বাচন করবে। অভিনয়ের বিষয়বস্তু ঠিক করে দিন। যেমন- সখরিয়ের সাথে স্বর্গদূতের এবং ইলীশাবেতের সাথে মারিয়ার কথোপকথন। দুটি বিষয় থেকে তোমার দল যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিবে এবং পরবর্তী সেশনে অভিনয় করে দেখাবে। অভিনয়ের জন্য পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হয়ে আসতে বলুন ।

শেষ

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করুন।

সেশন ১৩

প্রস্তুতি

অভিনয়ের জন্য চাহিদামতো স্থান বা সরঞ্জম ইত্যাদি বিষয়ে ভেবে রাখুন। শিক্ষার্থীরা তাদের চরিত্র অনুযায়ী পোশাক এনেছে কি না তা নিশ্চিত করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

অভিনয়

তাদের নির্দেশনা দিন যে একটি করে দল অভিনয় করবে এবং তারা সময় পাবে ৫ মিনিট। পর্যবেক্ষণ করুন যে শিক্ষার্থীরা অথবা যারা অভিনয় করছে তারা সক্রিয়ভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছে কি না ।

শিক্ষার্থীদের বলুন পূর্বে বিভক্ত দলগুলো একত্রে তাদের অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নিবে। অভিনয়ের বিষয়বস্তু অর্থাৎ মরিয়মের সাথে স্বর্গদূতের এবং ইলীশাবেতের সাথে মারিয়ার কথোপকথন এ গুলো বাইবেল থেকে আরও পড়ে স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে বলুন।

স্ক্রিপ্ট তৈরি করার পর তাদের বলুন তার যেন স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী চরিত্র বণ্টন করে নেয়। এরপর তাদের নিজেদের মধ্যে মহড়া দিয়ে নিতে বলুন।

তারা অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত কিনা জেনে নিন। তাদের বলুন, একেক দলের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন শেষ হলে অন্য দলেগুলোর উদ্দেশ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো জেনে নেয়া হবে। তারা প্রতিটি দলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নোট করে রাখবে। এবার প্রতিটি দলকে ভূমিকাভিনয় উপস্থাপনের জন্য একে একে আঙ্গান করুন। প্রতিটি দলের অভিনয় শেষে তাদের কৃত কাজটির জন্য প্রশংসা করুন। অন্য দলগুলোর উদ্দেশ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো জেনে নিন। সব ক'টি দলের অভিনয় শেষ হলে তাদের এ কাজটির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সারাংশ টানুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ১৪

প্রস্তুতি

যীশুর আগমনের প্রতীক্ষায় আমরা কী কী পবিত্র কাজ করি তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষের নিয়ে যাবেন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের সাথে এভাবে আলোচনা করুন- যীশুর জন্ম মানব জাতির পাপ থেকে মুক্তির ইতিহাসে ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় কাজ করার জন্য ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন তাদের ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিলো। সখরিয়, ইলীশাবেত, মরিয়া- প্রত্যেকেই যীশুর আগমনের পথকে নিরবচ্ছিন্ন করতে নিজের জীবন সঁপে দিয়েছেন। এ বিষয়ে যদি তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তবে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো? তোমার সামনে যখন কোনো প্রশ্ন থাকে তবে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। তোমার সামনে যখন কোনো ভালো কাজ করার সুযোগ আসে তুমি তখন কি তা উৎসাহ নিয়ে করো? মনে রাখবে যে ভালো কাজ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে ভালোবাসার সম্পর্কে গড়ে তোলা যায়। ঈশ্বরভক্ত লোকেরা যীশুর আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন। আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করি যে যীশু আবার আসবেন শেষ বিচারের দিন। এজন্য আমরা প্রার্থনা, ভালো কাজ, ও উপবাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করি। আমরা যীশুর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং পুনরাগমনে বিশ্বাস করি। আমরা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করি যাতে শেষ বিচারের দিন যীশুর সাথে স্বর্গরাজ্যে যেতে পারি।

শিক্ষার্থীর নিজেকে প্রস্তুত করা

শিক্ষার্থীদের বলুন, “আজ হতে দুই হাজার বছর পূর্বে যীশু এসেছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা, উপদেশ ও আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন কীভাবে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠতে পারে এবং স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হতে পারে। ভালোবাসা, প্রার্থনা, উপবাস, পরোপকার, দয়া, ক্ষমা – এর মধ্যে কোনটি করে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করবে যাতে যীশুকে প্রহণ করতে পারো?” তুমি যে কোনো দুইটি কাজ করে পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ১৫

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিন তারা যেন শৃঙ্খলা মেনে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকে উপস্থাপনা করে।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

উপস্থাপনা

শিক্ষার্থীদের কিছু সময় দেন তাদের প্রস্তুতির জন্য। এরপরে একে একে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। প্রত্যেকের উপস্থাপনা শেষে হাততালি দিতে বলুন। উপস্থাপনার ছক নিচেরটি মতো হতে পারে।

প্রার্থনা	প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনা করি।	প্রতি রবিবারে প্রার্থনায় যোগ দেই।
ক্ষমা	পরিবারে ছোট বোন অন্যায় করে অনুতপ্ত হয়েছে আর আমি তাকে ক্ষমা করেছি।	সহপাঠী বা বন্ধু খারাপ আচরণ করেছে আর আমি তাকে ক্ষমা করেছি।

শেষ

সুন্দর উপস্থাপনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

প্রথম যোগ্যতার তৃতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

১৬-২৫

পর্যন্ত

সেশন ১৬-১৭

প্রস্তুতি

মন্ডলীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উপাসনায় ব্যবহার করা হয় এমন কিছু পুস্তক শ্রেণিকক্ষে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখুন। যেমন–গান বাই, বাইবেল, বাইবেল সহায়িকা, উপাসনা পরিচালনা সহায়ক পুস্তিকা, service order ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন পর্ব বা অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য খেজুর পাতা, তেল ও দ্রাক্ষারস নিয় যেতে পারেন।

প্রিয় শিক্ষক, আপনার জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়: আপনি নিজে মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন ও অধ্যয়ন করুন। মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা বিষয়ক এই সেশনটি অনেকের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট ও জটিল। এ বিষয়ে আপনার সম্যক ধারণা না থাকলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করতে পারবেন না। আপনার সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য এই পাঠে বিমূর্ত ধারণায়নে সংযুক্ত আলোচনা অংশ পাঠ করতে পারেন। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন মন্ডলী কর্তৃক ব্যবহৃত service order, পুস্তিকা, বাইবেল সহায়িকা, অনুষ্ঠানসূচি পুস্তিকা, ইন্টারনেট থেকেও সুস্পষ্ঠ ধারণা পেতে পারেন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

জিনিসগুলো স্পর্শ করতে দিন

টেবিলের উপর service order, অনুষ্ঠানসূচি পুস্তিকা, গান বই, বাইবেল, বাইবেল সহায়িকা, খেজুর পাতা, তেল, ও দ্রাক্ষারস এই সমস্ত জিনিসগুলো এক এক করে শিক্ষার্থীদের দেখান কিন্তু এগুলোর নাম বলবেন না। তারপর জিনিসগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে দিন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন জিনিসগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করে এবং পর্যায়ক্রমে দেখতে পারে, তা নিশ্চিত করুন। এই কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা হয়তো। কৌতূহলবশত কিছুটা সময় নিয়ে জিনিসগুলো দেখবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী তাদের সময় নির্ধারণ করে দিন।

প্রাথমিক ধারণা বের করে আনা

শিক্ষার্থীর কাছে থেকে মন্ডলীর ঐতিহ্যের প্রাথমিক ধারণা বের করে আনার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন।

- তোমরা কী কী জিনিস দেখেছো?
- জিনিসগুলো স্পর্শ করতে তোমাদের কেমন লেগেছে?
- জিনিসগুলো কী কী অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়?
- জিনিসগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- চার্চে কী কী অনুষ্ঠান, পর্ব বা রীতি-নীতি পালন করা হয়?

পর্যবেক্ষণ

সকল শিক্ষার্থী যেন প্রশ্নের উত্তরে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত ও পর্যবেক্ষণ করুন।

মূল্যায়ন –অর্পিত কাজ Rubric ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয় বিদায় নিন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন ১৮-১৯

প্রস্তুতি

মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করুন।

বাস্তবায়ন

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

মাতা-পিতার বা অভিভাবকের সাক্ষাৎকার

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে তাদের মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে আনতে হবে। প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীদের আরও বলুন যে মাতা–পিতার ও অভিভাবকের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরকালে যেন বিনম্র আচরণ করা হয়।

প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:

- মন্ডলীতে কী কী ঐতিহ্য আছে?
- কোন কোন সময় সেগুলো পালন করা হয়?
- কীভাবে পালন করা হয় ?
- ঐতিহ্যগুলো পালনের মাধ্যমে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?
- কেন এই অনুষ্ঠান বা পর্বগুলো পালন করা হয়?

চার্চে অংশগ্রহণ

বিশেষ পর্বে শিক্ষার্থীদের যে কোনো একটি চার্চে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিন। তাদের নির্দেশনা দিনে যেন তারা চার্চে ফাদার বা পাস্টরের কাছ থেকে মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো জেনে আসতে পারে। তারা তা কাগজে লিখবে। শিক্ষার্থীরা যে ধারণা পাবে তা শ্রেণিকক্ষে একজন অন্যজনের কাছে বদল করবে। এই কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী অন্যের কাছ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো জানতে পারবে। এর ফলে মন্ডলীর ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থী নিজের ধারণা ও অন্যের কাছ থেকে পাওয়া ধারণাগুলো সমন্বয় করে মন্ডলীর ঐতিহ্যের একটি তালিকা তৈরি করবে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করুন।

সেশন ২০

প্রস্তুতি

দলীয়ভাবে আলোচনা পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

দলগত আলোচনা

শিক্ষার্থীদের দুটি দল করুন। দুটি দল থেকে দুজন দলনেতা তৈরি করুন অথবা স্বেচ্ছায় দল তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে পাওয়া ধারণাগুলো দলগতভাবে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে দলগত আলোচনার মাধ্যমে মণ্ডলীর ঐতিহ্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। তালিকা তৈরি করার জন্য তাদের ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। তালিকা তৈরি শেষে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন। যে ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো শিক্ষার্থীদের পালন করতে উৎসাহিত করে তা নির্ধারণ করতে বলুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করুন।

সেশন ২১-২২

প্রস্তুতি

আপনি গল্প, ভিডিও, গান, ছবি ও বই থেকে মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষাসমূহ আলোচনা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। মন্ডলীতে ব্যবহৃত খ্রীষ্টধর্মীয় পুস্তকসমূহ পাঠ করে মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। মন্ডলীর ধর্মানুষ্ঠান বা সংস্কারের একটি তালিকা এবং পর্বীয় অনুষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করুন।

বাস্তবায়ন

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

প্রিয় শিক্ষক, আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়: অপনি অবহিত আছেন যে বাংলাদেশের খ্রীষ্টমন্ডলীর বিভিন্ন মতবাদ ও বিশ্বাস রয়েছে। সকল মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রেখে আপনাকে মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হবে। আপনি হয়তো একটি ঐতিহ্য ও শিক্ষায় বৃদ্ধি পেয়েছেন, সেই ঐতিহ্য ছাড়া অন্যান্য ঐতিহ্য হালকা বা যুক্তিযুক্ত নয় এমন মনোভাব যেন আপনার আচরণে বা আলোচনায় প্রকাশ না পায়। এ বিষয়ে আপনাকে খুবই যত্নশীল ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে।

মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা উপস্থাপন

পবিত্র বাইবেল খ্রীষ্টিয় মতবাদের প্রাথমিক ও একমাত্র উৎস। পবিত্র বাইবেল নিজেই একমাত্র চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ কিন্তু ঐতিহ্যগুলো বিশ্বাসের অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যে সমস্ত নিয়মাবলি মান্ডলীক কার্যক্রমে যুগ যুগ ধরে চর্চা হয়ে আসছে তাকে মান্ডলীক ঐতিহ্য বলা হয়। যাকে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিও বলা হয়। ঐতিহ্যসমূহ মান্ডলীক অনুশীলন ও বিশ্বাসের অংশ। যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যসমূহ মান্ডলীক কার্যক্রমের মান বজায় রেখে মন্ডলীকে সুশৃঙ্খলার সাথে পরিচালনা করতে সহায়তা করছে। ঐতিহ্যগুলো পবিত্র বাইবেল নির্দেশিত। যীশুর সময় লোকেরা মানব সৃষ্ট কিছু কিছু নিয়ম পালন করছিল। যীশু তাদের সতর্ক করে বলেছেন, “আপনারা তো ঈশ্বরের দেওয়া আদেশগুলো বাদ দিয়ে মানুষের দেওয়া চলতি নিয়ম পালন করছেন।” যীশু তাদের আরও বললেন, “ঈশ্বরের আদেশ বাদ দিয়ে নিজেদের চলতি নিয়ম পালন করবার জন্য বেশ ভাল উপায়ই আপনাদের জানা আছে” (মার্ক ৭:৮-৯)। ঐতিহ্যগুলো প্রধানত মন্ডলী কর্তৃপক্ষের ঐতিহাসিক শিক্ষা যেমন চার্চ কাউন্সিল, পোপ, কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক, ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ, চার্চের আধ্যাত্মিক পিতাগণ, চার্চসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ধর্মমত, শৃঙ্খলা, উপাসনা এবং ভক্তিতে ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটেছে।

আপনি যে সংস্কার/ অধ্যাদেশের তালিকা তৈরি করেছেন তা চিত্রসহ উপস্থাপন করুন।

সংস্কার/ অধ্যাদেশ

- দীক্ষা/বাপ্তিস্ম
- পাপস্বীকার
- কম্যুনিয়ন/প্রভুর ভোজ
- হস্তার্পণ
- অন্তিমলেপন/রোগীলেপন
- যাজকবরণ
- বিবাহ্

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিন শিক্ষার্থীরা পবিত্র সংস্কার/ অধ্যাদেশ সম্পর্কে কী জানে।

মণ্ডলীর বিভিন্ন সংস্কার/ অধ্যাদেশেল তালিকা:

বাংলাদেশে বিভিন্ন খ্রীষ্টমণ্ডলীর রয়েছে। মণ্ডলীর কিছু কিছু বিশ্বাসও আলদা। রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীসহ কিছু কিছু মণ্ডলী ধর্মানুষ্ঠানগুলোকে ৭টি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। এগুলো হলো দীক্ষার ধর্মানুষ্ঠান বা সংস্কার: বাপ্তিস্ম (এই অনুষ্ঠানের একটি ছবি আগের পাতায় দেওয়া আছে), প্রভুর ভোজ ও হস্তার্পণ। নিরাময়ের সংস্কার: পাপ স্বীকার ও অন্তিমলেপন। সেবার সংস্কার: যাজকবরণ ও বিবাহ। এই ৭টি সংস্কার ১৪৩৯ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অব ফ্লোরেন্স কর্তৃক নির্ধারিত হয়। পরে ১৫৪৬-১৫৬৩ সালের মধ্যে কাউন্সিল অব ট্রেন্ট থেকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়। রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ নাইসীয় ক্রীড (বিশ্বাসমন্ত্র/বিশ্বাসসূত্রে) বিশ্বাস করেন।

রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী ছাড়াও অন্যান্য মণ্ডলী বাংলাদেশে রয়েছে তাদেরকে প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয়। তাদের মধ্যে এ্যাডভেন্টিস্ট, এ্যাংলিকান, ব্যাপ্টিস্ট, লুথারান, মেথোডিস্ট, পেন্টিকস্টাল, এ্যাসেম্বলিজ অব গড, ন্যাজ্যারিন, প্রেসব্রিটারিয়ান ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলোর মধ্যে কোনো কোনো মণ্ডলীতে সংস্কারের পরিবর্তে অধ্যাদেশ কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেমন- ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীতে দুটি অধ্যাদেশ আছে। পবিত্র প্রভুর ভোজ ও অবগাহন।

খ্রীষ্ট মন্ডলীর পর্বসমূহের তালিকা উপস্থাপন

খ্রীষ্ট মন্ডলী যে সব পর্ব বা অনুষ্ঠান পালন করে তা নিচের তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করুন এবং চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

আগমন কাল

- বড়দিন
- উপবাস বা প্রায়শ্চিতকাল
- খর্জ্জুরপত্র তালপত্র রবিবার
- পুণ্য বৃহস্পতিবার
- পুণ্য শুক্রবার
- পুনরুত্থান রবিবার
- যীশুর স্বর্গারোহণ
- পবিত্র আত্মার অবতরণ

বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাইবেল ঈশ্বর নিশ্বসিত বাক্য। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লেখা হয়েছে। বাক্য পাঠ, প্রার্থনা, উপবাস, দান করার মতো বিষয়গুলোও কোনো কোনো মন্ডলীর ঐতিহ্য। যাজকীয় বস্ত্র, উপাসনা পরিচালনার রীতি-নীতি ও উপাসনা পরিচালনার ধারাবাহিকতাও কোনো কোনো মন্ডলীর ঐতিহ্য। খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা পর্ব পালন করা হয়। যেমন- আগমনকাল (Advent),বড়দিন (Christmas), উপবাসকাল (Lent),খর্জ্জুরপত্র রবিবার (Palm Sunday), পুণ্য সপ্তাহ (Holy Week), যীশুর মৃত্যু (Good Friday), যীশুর পুনরুত্থান (Easter), যীশুর স্বর্গারোহণ (Ascension), পবিত্র আত্মার অবতরণ (Pentecost), ইত্যাদি।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

পবিত্র কম্যুনিয়ন/প্রভুর ভোজের ছবি

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন ২৩

প্রস্তুতি

প্রিয় শিক্ষক, দলগত কাজ করানোর জন্য দল বিভাজন ও প্রশ্ন তৈরি করে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা গুরুত্ব

প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের বলুন যে, তারা মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছে। এবার দলগতভাবে আলোচনা করে মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষার গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করে উপস্থাপন করবে।

ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রশংসা করা: বিশ্বাসী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রশংসা করা ন্যায়সংগত। তিনি সমস্ত প্রশংসা পাবার যোগ্য। ঐতিহ্যগুলো ঈশ্বরকে প্রশংসা করার নির্দেশনা প্রদান করে।

বাইবেলের শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করা: পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী মণ্ডলীর সদস্যপদ লাভ, বাপ্তিস্ম, উপাসনা, বিবাহসহ পবিত্র কার্যক্রমগুলো মণ্ডলীতে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে একটি শৃঙ্খলা ও অনুশীলন প্রতিষ্ঠত হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখা: ঐতিহ্যগুলো চর্চা করার মধ্য দিয়ে ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিরোধ করা হয়। পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা, বিশ্বাস ও অনুশীলন স্বীকার করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ় হতে সহায়তা করে।

ইতিহাস সমর্থন করা: ইতিহাসের আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে মণ্ডলীর ঐতিহ্যগুলো সত্যিকারের ইতিহাস থেকে এসেছে। এগুলো কোনো বিজ্ঞাপন বা মনস্তাত্ত্বিক কারসাজির দ্বারা সৃষ্টি নয় বরং ঈশ্বরের বাক্যের নিয়মিত ও শক্তিশালী ব্যাখ্যামূলক প্রচারের মাধ্যমে এসেছে। ঐতিহ্যগুলো ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সমর্থিত।

প্রশ্নোত্তর

আপনি যে দুটো তালিকা উপস্থাপন করেছেন তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন জাগতে পরে। তাদের বলুন প্রশ্নগুলো কাগজে লিখে যেনো আপনার কাছে জমা দেয়। এবার আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি না দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করুন। উত্তর সুস্পষ্ট না হলে আপনি সহযোগিতা করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে মণ্ডলীভেদে সংস্কার ও অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ২৪-২৫

প্রস্তুতি

এই সেশনগুলোর অংশ হিসেবে শিক্ষার্থী মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে যা শিখেছে তার প্রেক্ষিতে কমপক্ষে চারটি ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। এ বিষয়ে আপনি তাদের সাহায্য করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সেশন শুরু করুন।

উপস্থাপন বিষয়ে জানানো

শিক্ষার্থীদের জানান যে মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে তারা যা শিখেছে তার মধ্য থেকে যে ২টি বিষয় তাদের আকৃষ্ট করেছে, এমন বিষয়গুলো তারা নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে। শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্যগুলো কীভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছে তা পরবর্তীতে শ্রেণিকক্ষে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করুন। উপস্থাপনে যদি কোনো সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করুন।

উপস্থাপন

উপস্থাপন দিনে ক্রমানুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উপস্থাপন দেখুন। উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা করতে সুযোগ দিন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন।

মূল্যায়ন – উপস্থাপন যাচাই – তালিকা/checklist ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

যোগ্যতা ২

সপ্তম শ্রেণির দ্বিতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।

যোগ্যতা নম্বর ২
বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা ২
সেশন সংখ্যা ১২

এই যোগ্যতায় দুইটি বহুধাপী অভিজ্ঞতা সপ্তম শ্রেণির দ্বিতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে যেখানে বলা হচ্ছে যে, খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ধর্মীয় বিধি- বিধান চর্চা করতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, দ্বিতীয় যোগ্যতার ''ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা'' অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় যোগ্যতার এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাগুলো সম্পদনের সময় খেয়াল রাখুন যে শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় যা করছে তার মাধ্যমে যাতে তারা খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে সক্ষম হয়। এ চাওয়াই এই যোগ্যতার মূল কথা।

ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা

আলাদা আলাদা সেশনের মধ্যমে এই অভিজ্ঞতাটি কীভাবে আপনি পরিচালনা করবেন তা এখন বর্ণনা করা হবে।

দ্বিতীয় যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

২৬-৩০

পর্যন্ত

সেশন ২৬

প্রস্তুতি

এ সেশনে একটি পোস্টার পেপারে শিক্ষার্থীদের লেখা flash card আপনাকে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তাই সেশন শুরুর পূর্বেই একটি পোস্টার পেপারে মাঝখানে লিখুন "ঈশ্বরে বিশ্বাস"। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে বৃহৎ আকৃতির পোস্টার বা একাধিক পোস্টার কাগজ ব্যবহার করতে পারেন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং প্রার্থনা করে সেশনটি শুরু করুন।

দেয়ালিকা তৈরির নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের দেয়ালিকা তৈরির জন্য নির্দেশনা দিন: ''সামনে তোমাদের একটি দেয়ালিকা তৈরি করতে হবে। সেজন্য তোমরা বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি, বাইবেলের পদ, গল্প, ঘটনা, সাক্ষ্য, স্বরচিত কবিতা, ছড়া, গান, ইত্যাদি প্রস্তুত করে রাখবে যাতে সময়মতো একটি আকর্ষণীয় তথ্যবহুল দেয়ালিকা উপস্থাপন করতে পারো।''

ব্রেইনস্টর্মিং

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিন। সাশ্রয়ের জন্য প্রশ্নগুলো আগেই কোনো পোস্টার পেপারে লিখে রাখুন।

প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের প্রথমে এক মিনিট চিন্তা করতে বলুন এরপর চার মিনিটের মধ্যে প্রত্যেককে উত্তরগুলো নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন।

- আদিতে কোন কোন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন?
- বিভিন্ন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কীভাবে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন?
- দীক্ষাগুরু যোহন কার আগমনের ঘোষণা দিয়েছিলেন?
- ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে কাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলন?
- ঈশ্বরের বাক্য কী রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন?

পাঁচ মিনিট পর শিক্ষার্থীদের বলুন, ''তোমাদের লেখা শেষ করো।'' এবারে একটি করে প্রশ্ন বলুন এবং শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরগুলোর মধ্যে common উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। কৃত কাজটির জন্য তাদের প্রশংসা করুন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলুন, তাহলে এবার নিচের শূন্যস্থানগুলোর উত্তর কী হবে বলো তো? আদিতে _____ ছিলেন। _____ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই _____ ছিলেন।

উত্তরমালা: বাক্য, বাক্য, ঈশ্বর

শেষ

''ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন'' বলে সেশনটি সমাপ্ত করুন।

সেশন ২৭

প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে flash card, পোস্টার কাগজ, মার্কার, মাস্কিং টেপ ও আঠার ব্যবস্থা রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং প্রার্থনা করে সেশনটি শুরু করুন।

Flash card- এর খেলা

এ খেলাটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন। বলুন, “তোমাদের সাবাইকে একটি করে একেক রঙের কার্ড দেওয়া হবে। এরপর তোমাদের আমি একটি প্রশ্ন দিবো। সে প্রশ্নের উত্তর তোমরা কার্ডে লিখবে।"

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে একটি করে কার্ড দিন। এবার বলুন, “যে প্রশ্নটির উত্তর কার্ডে লিখতে হবে সে প্রশ্নটি হলো, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস কীভাবে তোমরা প্রকাশ করবে? কিছু সময় চিন্তা করে এর উত্তরটি শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কার্ডে লিখতে বলুন। এ কাজটি করার জন্য তাদের পাঁচ মিনিট সময় দিন।

শিক্ষার্থীরা যখন লেখার কাজটি করছে তখন আপনার পূর্বের প্রস্তুতকৃত “ঈশ্বরে বিশ্বাস’’ পোস্টারটি টাঙিয়ে দিন। একটি নমুনা পোস্টার পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। পাঁচ মিনিট পর শিক্ষার্থীদের কার্ডে লেখা শেষ করতে বলুন। এরপর বলুন, ‘‘এবার একে একে এসে তোমার উত্তরটি উচ্চস্বরে পড়ে শোনাও এবং তোমার লেখা কার্ডটি টাঙানো পোস্টার পেপারে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।"

লক্ষ রাখুন ঈশ্বরে কীভাবে বিশ্বাস করে সে সম্পর্কীয় সকল ধারণা যেন এক জায়গায় অর্থাৎ এই পোস্টারে ফুটে ওঠে। শিক্ষার্থীদের তাদের ধারণাগুলো সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য প্রশংসা করুন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের একটি কাজ করতে হবে। তাদের ভাবতে হবে যে তারা কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। শিক্ষার্থীদের নিশ্চয়ই নিজস্ব কিছু ভাবনা বা ধারণা আছে। তার পাশাপাশি তাদের বাড়ির কাজ হলো তাদের মাতা-পিতার/ অভিভাবকের সাথে এই বিশ্বাসের বিষয় আলোচনা করে আসা।

শেষ

"সবার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক" বলে সেশনটি সমাপ্ত করুন।

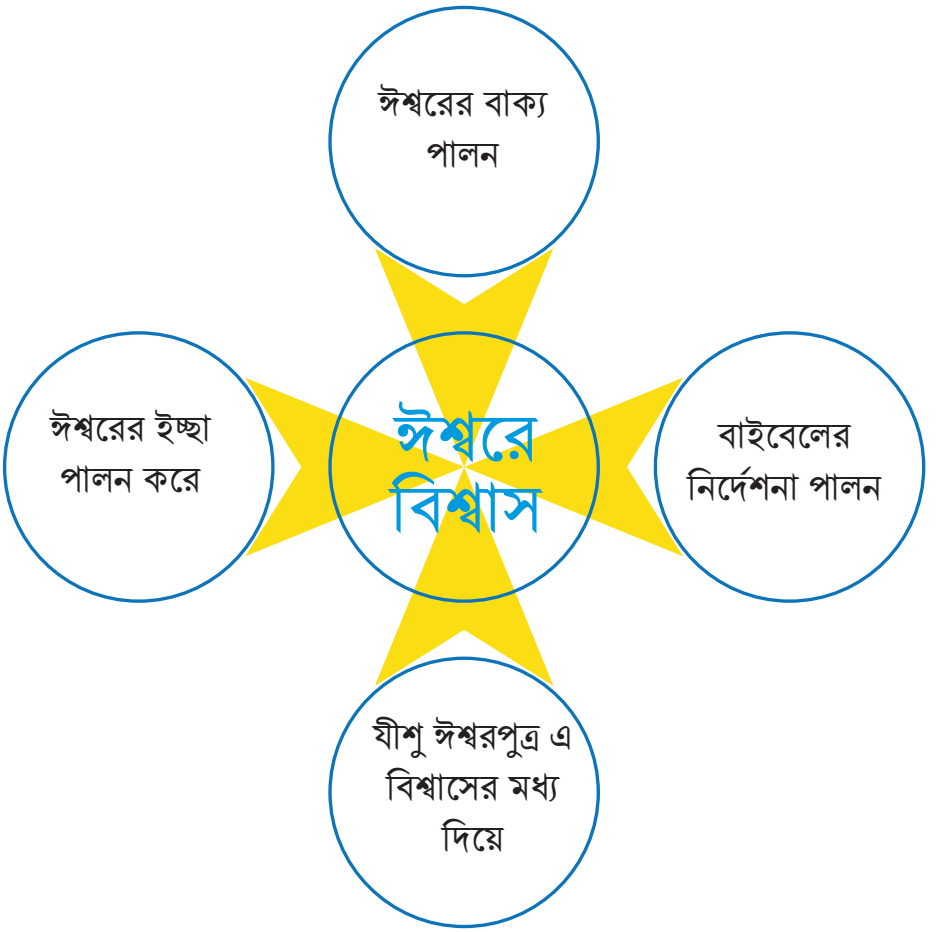
ঈশ্বরের বাক্য পালন
ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে
ঈশ্বরে বিশ্বাস
বাইবেলের নির্দেশনা পালন
যীশু ঈশ্বরপুত্র এ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে

সেশন ২৮

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন যে তাদের দেয়াল পত্রিকা তৈরি করতে হবে, যা আগেই বলা হয়েছিল। তাদের আরও বলুন যে সামনের কোনো সেশনে তাদের অভিনয়ও করতে হবে। পবিত্র বাইবেল, শিশুতোষ বাইবেলসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রাখুন। বাড়িতে যোহন ১:১-১৮; যোহন ১১: ২৫-২৬; যোহন ২০: ৩০-৩১; পদ ভালো করে পাঠ করুন। শিক্ষার্থীদের সামনে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করুন। শিক্ষার্থীর বইয়েও এ অংশগুলো রয়েছে, তাদের সেই পৃষ্ঠাগুলো বের করতে বলুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

কোনো একজন শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছোট্ট একটি প্রার্থনা দিয়ে সেশনটি শুরু করুন।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীদের দিয়ে যোহন ১:১-১৮; যোহন ১১: ২৫-২৬; যোহন ২০: ৩০-৩১; পদ ভালো করে পাঠ করান। শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১টি বা ২টি করে পদ পাঠ করতে বলুন। পাঠ করার সময় খেয়াল রাখুন যে তারা শুদ্ধভবে উচ্চারণ করতে পারছে কি না। যোহন ১:১-১৮; যোহন ১১: ২৫-২৬; যোহন ২০: ৩০-৩১; পদের আলোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁর ইচ্ছা পালন বিষয়ে আলোচনা করুন।

ঈশ্বরের বাক্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন

"প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোনো কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি। তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো। সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারেনি।"

ঈশ্বর যোহন নামে একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করতে পারে। যোহন নিজে সেই আলো ছিলেন না কিন্তু সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন।

সেই আসল আলো, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, তিনি জগতে আসছিলেন। তিনি জগতেই ছিলেন এবং জগৎ তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু জগতের মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। তবে যতজন তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর থেকেই হয়েছে।

সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসেবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।

যোহন তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, ''উনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।''

আমরা সকলে তাঁর পূর্ণতা থেকে দয়ার উপরে আরও দয়া পেয়েছি। মোশির মধ্য দিয়ে আইন-কানুন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিযে দয়া ও সত্য এসেছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর সঙ্গে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনি তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

যোহন ১:১-১৮

যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনো মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?"

যোহন ১১:২৫-২৬

"যীশু শিষ্যদের সামনে চিহ্ন হিসেবে আরও অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই বইয়ে লেখা হয়নি। কিন্তু এইসব লেখা হলো যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।"

যোহন ২০:৩০-৩১

ব্যাখ্যা

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন বাক্য দিয়ে অর্থাৎ তাঁর মুখের কথা দিয়েই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর অন্ধকার পৃথিবীতে আলো সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্ট সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকে প্রাণ দিয়েছেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রভুর পথ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন।

পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের কাছেই ছিলেন। কোনো কিছুই প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া সৃষ্টি হয়নি। তিনি নিজেই ঈশ্বর। তিনি মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। যীশু হচ্ছে সকল মানুষের মুক্তিদাতা। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তাঁকে চিনতে পারেনি।

তিনি পাপময় পৃথিবীতে এসেও সত্যে ও আত্মায় পূর্ণ পবিত্র জীবনযাপন করেছেন। তিনি দয়া ও অনুগ্রহে পূর্ণ ছিলেন। যারাই তাঁকে বিশ্বাস করবেন তারা ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার লাভ করবেন।

শেষ

একটি ধন্যবাদ ও প্রশংসামূলক গান দিয়ে সেশনটি শেষ করুন।

সেশন ২৯

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের দেয়াল পত্রিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। তাদের বলুন, “আগামী সেশনে তোমরা সেই কাঙ্ক্ষিত দেয়াল পত্রিকাটি তৈরি করবে। তোমরা এ পর্যন্ত যা কিছু প্রস্তুত করেছো সব কটি সঙ্গে করে নিয়ে এসো কিন্তু। দেখো কোনো কিছু যেন ভুল করে বাড়িতে রেখে এসো না। এখনো যদি কোনো কিছু যোগ করতে চাও এই সুযোগে তাও করে নিতে পারো।"

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং প্রার্থনা করে সেশনটি শুরু করুন।

মজার কাজ

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলুন, “এখন তোমরা একটি মজার কাজ করবে। (শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে এককভাবে আর বেশি হলে কাজটি জোড়ায় করাতে পারেন।) কী করবে তা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলছি। তোমরা মন দিয়ে শোনো।

আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, বাক্য ঈশ্বর ছিলেন, বাক্যের মধ্য দিয়ে পুত্র ঈশ্বরের জন্ম,যীশুই ঈশ্বর, যীশুতে মানুষের বিশ্বাস এই ধারাবাহিকতা একটি কার্ডে প্রবাহচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। তোমাদের সুবিধার্থে বলছি, তোমরা চাইলে প্রবাহ চিত্রে কোনো ছবি বা সংকেতও ব্যবহার করতে পারো। এ কাজটি করার জন্য তোমরা যোহন ১:১-১৮; অংশ পড়ে সহায়তা নিতে পারো।

তোমরা এ প্রবাহচিত্রটি কার্ডে অঙ্কন করবে। এরপর কার্ডটি শ্রেণিকক্ষে টাঙ্গানো সুতায় পিন বা আঠা দিয়ে লগিয়ে দিবে। তোমরা একে অপরের কার্ডটি ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ পাবে।

অর্পিত কাজ

"ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও অনন্ত জীবন লাভ" এ বিষয়ে দেয়ালিকা তৈরি করো।

শেষ

সকল অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য কামনা করে সেশনটি শেষ করুন।

সেশন ৩০

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের দেয়াল পত্রিকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন–কক শিট/আর্ট কাগজ, আঠা, পোস্টার কাগজ, মার্কার, সাইন পেন, ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সকল শিক্ষার্থীকে বসে চোখ বন্ধ করে এক মিনিট ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে বলুন।

দেয়াল পত্রিকা

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দেল বিভক্ত করে দিন। তাদের বলুন। দেয়ালিকার কোন স্থানে কোন দল তাদের তথ্য উপস্থাপন করবে তা নির্ধারণ করে দিন। এবারে দেয়ালিকাটি সম্পন্ন করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা চাইলে এটি প্রধান শিক্ষক কর্তৃক উদ্বোধনও করাতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে রাখতে হবে। দেয়ালিকাটি অন্যান্য শ্রেণির খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দেখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিন। শিক্ষকদের feedback লেখার জন্য একটি খাতা আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে পারেন। শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

অর্পিত কাজ

খ্রীষ্টধর্ম ক্লাসে, গির্জায়/চার্চে, কোনো উপাসনা বা সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা, অনুভূতি, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি ছবি, গল্প, অনুচ্ছেদ, ডায়েরিতে লিখে অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে নিয়মিত সংরক্ষণ করবে। শিক্ষক দুই সপ্তাহ পরে একবার কাজটি দেখবেন ও feedback দিবেন।

মূল্যায়ন- অর্পিত কাজ Rubric ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

শেষ

সমগ্র বিশ্বের শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করে সেশনটি সমাপ্ত করুন।

দ্বিতীয় যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৩১-৩৭

পর্যন্ত

সেশন ৩১

প্রস্তুতি

এ সেশনে একটি Interactiv খেলার আয়োজন করতে হবে। খেলাটি আয়োজনে আপনার প্রয়োজন হবে কয়েকটি ছবি ও বাইবেলের পদ। যেমন- দমেস্ক শহরের ছবি, একজন লোকের চোখে আলো এসে পড়ার সাথে সাথে লোকটি মাটিতে পড়ে গেল এরকম একটি ছবি, শিশুতোষ বাইবেল থেকে পৃষ্ঠা ২৪৫-এর ছবিটি। এরপর প্রতিটি ছবির সাথে একটি লম্বা সুতা লাগান। যার অন্য প্রান্তে একটি করে বিবরণী কাগজ লাগান। প্রতিটি ছবির জন্য বিবরণী কাগজে নির্ধারিত বিবরণীটি লিখুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে এই তিনটি ছবির বিবরণের দিকের সুতা শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গা যেমন জানালা, কোনো খুঁটি বা পিলারের গায়ে লাগিয়ে দিন। এমনটি করবেন কারণ শিক্ষার্থী ছবিগুলোর সুতা ধরে বিবরণী কাগজটির কাছে পৌঁছাবে এবং পড়বে।

বিবরণী কাগজটি এবার পড়ো ।

- দামেস্ক শহরের ছবি
- দামেস্ক লেখা
- একজন লোকের চোখে আলো এসে পড়ায় লোকটি মাটিতে পড়ে গেল এরকম একটি ছবি
- আমি যীশু যার উপর তুমি অত্যাচার করছো।
- অননিয় শৌলের গায়ে হাত দিয়ে কথা বললেন

  প্রভু যীশুই আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তুমি তোমার দেখবার শক্তি পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।

  শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে একাধিক সেশনও প্রয়োজন হতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এই Interac tive খেলাটি খেলার সুযোগ করে দিন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। জিজ্ঞেস করুন যে তারা কেমন আছে। অতঃপর তাদের বলুন যে, আজ তোমরা একটি মজার খেলা খেলবে।

Interactive Play

টেবিলে রাখা বস্তুগুলোর দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। বলুন যে এই বস্তুগুলোর সাথে একটা করে সুতা লাগানো আছে। নির্দেশনা দিন যে সারিবদ্ধভাবে পর্যায়ক্রমে একজন করে শিক্ষার্থী প্রতিটি বস্তুর সুতা ধরে ধরে বিবরণের কাছে পৌঁছাবে এবং বিবরণটি পড়বে।

শিক্ষার্থীদের এ কাজটি তদারকি করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী খেলায় অংশগ্রহণ শেষে নিজ আসনে বসবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, "এসব বস্তু বাইবেলে কার জীবনের কথা জানায়?" শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কাম্য উত্তর হবে: "শৌল"। কোনো ক্ষেত্রে এ উত্তর না এলে শিক্ষার্থীদের ভৎসনা না করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর বা নিরুত্তর নোট করে রাখুন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি তাদের মাতা-পিতা/অভিভাবকের কাছ থেকে জেনে আসবে।

শেষ

স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশনটি শেষ করুন।

সেশন ৩২

প্রস্তুতি

বোর্ডের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় চক/বোর্ড মার্কার প্রস্তুত রাখুন। দলগত কাজ করানোর জন্য পোস্টার কাগজ, সাইন পেন ইত্যাদি সংগ্রহে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সমস্বরে প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে গীতসংহিতা (সামসংগীত): ১২৩ আবৃত্তির মাধ্যমে সেশনটি শুরু করুন।

"তুমি স্বর্গের সিংহাসনে আছ; আমি তোমার দিকেই চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি।
মনিবের হাতের দিকে যেমন দাসদের চোখ থাকে আর
দাসীদের চোখ থাকে মনিবের স্ত্রীর হাতের দিকে,
তেমনি আমাদের চোখ থাকবে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দিকে,
যতদিন না তিনি আমাদের দয়া করেন।
আমাদের উপর দয়া কর, হে সদাপ্রভু, আমাদের উপর দয়া কর,
কারণ লোকদের ঘৃণা আমাদের মাথার তালু পর্যন্ত
গিয়ে উঠেছে।
আরামে থাকা লোকদের বিদ্রূপ আর অহংকারীদের ঘৃণা
আমাদের তালু পর্যন্ত গিয়ে উঠেছে।"

গীতসংহিত: ১২৩

বোর্ডের কাজ

একক কাজ দিন। মন পরিবর্তনের পূর্বে শৌল কী কী করেছিলেন? প্রত্যেকে কিছু সময় চিন্তা করে খাতায় লিখবে। এ কাজটির জন্য সময় ৫ মিনিট। বোর্ডে তাদের উত্তরগুলো জিজ্ঞেস করে লিখুন। আপনি চাইলে শিক্ষার্থীদের দিয়েও বোর্ডে লেখাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের লেখার পর বোর্ডে যা দেখা যাবে তাঁর একটি নমুনা দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীদের সাথে নিচের প্রশ্নের আলোকে মুক্ত আলোচনা করুন।

দর্শন পাবার পারে শৌলের কী কী পরিবর্তন হলো?

শেষ

সেশন শেষ করার জন্য শিক্ষক বলবেন, “সকল ধন্যবাদ, সকল প্রশংসা ও মহিমা তোমারই, যুগে যুগে তোমার জয় হোক।" সকল শিক্ষার্থী বলবে, “আমেন।"

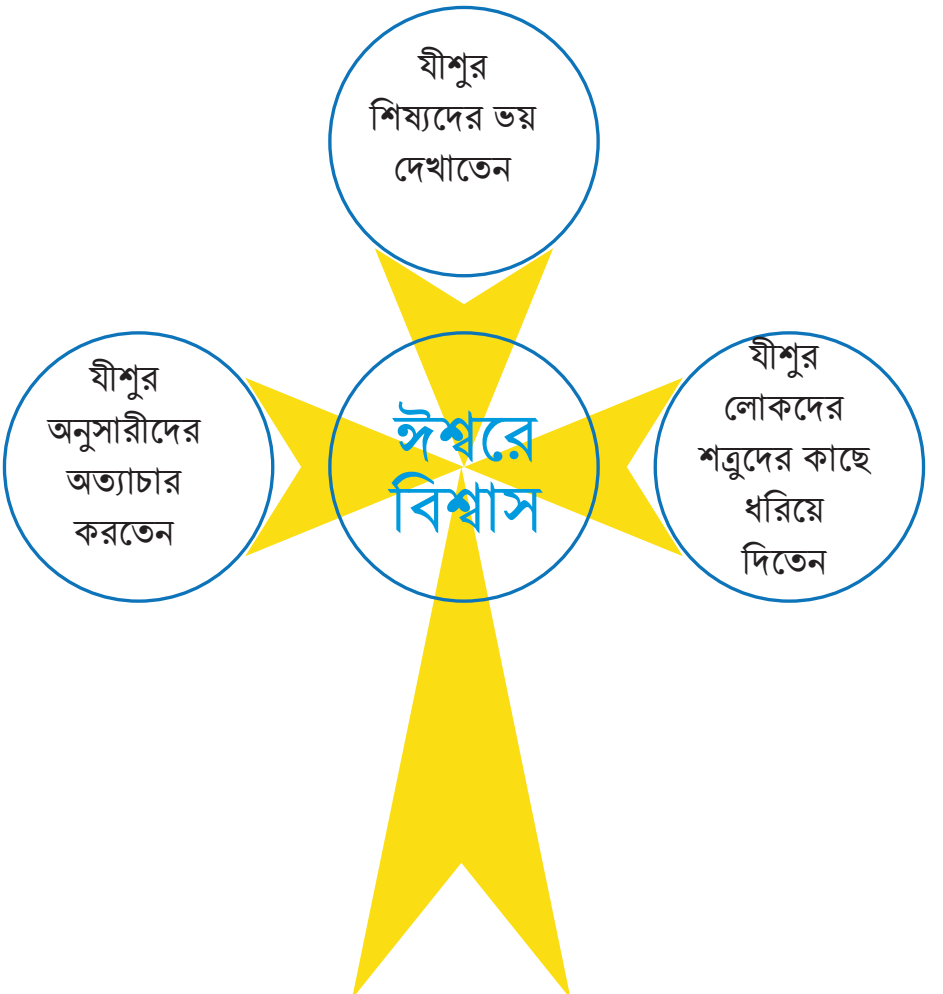
যীশুর
শিষ্যদের ভয়
দেখাতেন
যীশুর
অনুসারীদের
অত্যাচার
করতেন
ঈশ্বরে
বিশ্বাস
যীশুর
লোকদের
শত্রুদের কাছে
ধরিয়ে
দিতেন

সেশন ৩৩-৩৪

প্রস্তুতি

বাস্তবায়ন

পবিত্র বাইবেল সংগ্রহে রাখুন।

শুরু

ঈশ্বরের গুণগান করে সেশন শুরু করুন।

শৌল যীশুকে বিশ্বাস করল

"শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিষ্যচরিত/ প্রেরিত ৯:১-১৯, ২০-৩১ পদগুলো পাঠ করান। শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১টি বা ২টি করে পদ পাঠ করতে বলুন। পাঠ করার সময় খেয়াল রাখুন যে তারা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কি না।"

শিক্ষার্থীদের বলুন, শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি তোমরা তোমাদের মা-বাবা/অভিভাবকদের কাছ থেকে জেনেছো, এসো দেখি পবিত্র বাইবেলে এ সম্পর্কে কী লেখা আছে।

বিভিন্ন পদের আলোকে শৌলের মন পরিবর্তন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁর ইচ্ছা পালন বিষয়ে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের সামনে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করুন। শিক্ষার্থীর বইয়েও এ অংশগুলো রয়েছে, তাদের সেই পৃষ্ঠাগুলো বের করতে বলুন।

"এদিকে শৌল প্রভুর শিষ্যদের মেরে ফেলবেন বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন। দামেস্ক শহরের সমাজ-ঘরগুলোতে দেবার জন্য তিনি মহাপুরোহিতের কাছে গিয়ে চিঠি চাইলেন। যত লোক যীশুর পথে চলে, তারা পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক, তাদের পেলে যেন তাদের বেঁধে যিরূশালেমে আনতে পারেন সেই ক্ষমতার জন্যই তিনি সেই চিঠি চেয়েছিলেন। পথে যেতে যেতে যখন তিনি দামেস্কের কাছে আসলেন তখন স্বর্গ থেকে হঠাৎ তাঁর চারদিকে আলো পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনলেন কে যেন তাঁকে বলছেন, “শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর অত্যাচার করছ?”

শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, আপনি কে?”

তিনি বললেন, “আমি যীশু, যাঁর উপর তুমি অত্যাচার করছ। এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কী করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।"

যে লোকেরা শৌলের সঙ্গে যাচ্ছিল তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা কথা শুনেছিল কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। পরে শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুললে পর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তাঁর সঙ্গীরা হাত ধরে তাঁকে দামেস্কে নিয়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত শৌল চোখে দেখতে পেলেন না এবং কিছুই খেলেন না।

দামেস্ক শহরে অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "অননিয়।"

উত্তরে তিনি বললেন, "প্রভু, এই যে আমি।"

প্রভু তাঁকে বললেন, "সোজা নামে যে রাস্তাটা আছে তুমি সেই রাস্তায় যাও। সেখানে যিহূদার বাড়ীতে শৌল বলে তার্ষ শহরের একজন লোকের খোঁজ কর। সে প্রার্থনা করছে এবং দর্শনে দেখেছে যে, অননিয় নামে একজন লোক এসে তার গায়ে হাত রেখেছে যেন সে আবার দেখতে পায়।"

অননিয় বললেন, "প্রভু, আমি অনেকের মুখে এই লোকের বিষয় শুনেছি যে, যিরূশালেমে তোমার লোকদের উপর সে কত অত্যাচার করেছে। এছাড়া যারা তোমার নামে প্রার্থনা করে তাদের ধরবার জন্য প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে অধিকার নিয়ে সে এখানে এসেছে।"

কিন্তু প্রভু অননিয়কে বললেন, "তুমি যাও,কারণ অযিহূদীদের ও তাদের রাজাদের এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার সম্বন্ধে প্রচার করবার জন্য আমি এই লোককেই নিয়েছি। আমার জন্য কত কষ্ট যে তাকে পেতে হবে তা আমি তাকে দেখাব।"

তখন অননিয় গিয়ে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন আর শৌলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন,"ভাই শৌল, এখানে আসবার পথে যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন তিনি প্রভু যীশু। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তুমি তোমর দেখবার শক্তি ফিরে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।" তখনই শৌলের চোখ থেকে আঁশের মতো কিছু একটা পড়ে গেল এবং তিনি আবার দেখতে পেলেন। এর পরে তিনি উঠে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং খাওয়া-দাওয়া করে শক্তি ফিরে পেলেন।"

শিষ্যচরিত/প্রেরিত ৯: ১-১৯

ব্যাখ্যা

শৌল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শন করতেন। যেখানে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা থাকতেন সেখানে থেকেই বেঁধে এনে যিরূশালেমে রাখতেন ও নির্যাতন করতেন। একদিন শৌলখন দামেস্কের কাছে আসলেন তখন উপর থেকে আলোর মাধ্যমে যীশু তাকে দর্শন দিলেন এবং বললেন শৌল তুমি কেন আমাকে তাড়না করছো? শৌল অন্ধ হয়ে গেলেন ও ভূমিতে পড়ে গেলেন।

এরপর অননিয় নামে একজন লোকের সাথে যীশু শৌলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অননিয় যখন শৌলের সাথে কথা বলছিলেন তখন শৌলের চোখ খুলে গেল এবং তিনি দেখতে পেলেন। পরে তিনি যীশুকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

শৌলের উপর স্বর্গীয় আলো

শৌলের মন পরিবর্তন

মন পরিবর্তনের পরে শৌল

"শৌল দামেস্কের শিষ্যদের সঙ্গে কয়েক দিন রইলেন। তার পরে সময় নষ্ট না করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ঘরে এই কথা প্রচার করতে লাগলেন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। যারা তাঁর কথা শুনত তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করত, "যিরূশালেমে যারা যীশুর নামে প্রার্থনা করে তাদের যে অত্যাচার করত এ কি সেই লোক নয়? এখানেও যারা তা করে তাঁদের বেঁধে প্রধান পুরোহিতদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই কি সে এখানে আসেনি?" শৌল কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন এবং যীশুই যে মশীহ তা প্রমাণ করলেন। এতে দামেস্কের যিহূদীরা বুদ্ধিহারা হয়ে গেল।

এর অনেক দিন পরে যিহূদীরা তাঁকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কিন্তু শৌল তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য যিহূদীরা শহরের ফটকগুলো দিনরাত পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু একদিন রাতের বেলা শৌলের শিষ্যেরা একটা ঝুড়িতে করে দেয়ালের একটা জানালার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিচে নামিয়ে দিল।

শৌল যিরূশালেমে এসে শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা সবাই তাঁকে ভয় করতে লাগল। তারা বিশ্বাস করতে পারল না যে, শৌল সত্যিই একজন শিষ্য হয়েছেন। কিন্তু বার্ণবা তাঁকে সঙ্গে করে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে প্রভু যীশুর দেখতে পেয়েছিলেন এবং প্রভু তাঁর সঙ্গে কীভাবে কথা বলেছিলেন, আর দামেস্কে যীশুর সম্বন্ধে তিনি কীভাবে সাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। এর পরে শৌল যিরূশালেমে শিষ্যদের সঙ্গে রইলেন এবং তাঁদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন ও প্রভুর বিষয়ে সাহসের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াতেন। যে যিহূদীরা গ্রিক ভাষা বলত তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন ও তর্ক করতেন, কিন্তু এই যিহূদীরা তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। বিশ্বাসী ভাইয়েরা এই কথা শুনে তাঁকে কৈসরিয়া শহরে নিয়ে গেলেন এবং পরে তাঁকে তার্ষ শহরে পাঠিয়ে দিলেন।

"সেই সময় যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়া প্রদেশের মণ্ডলীগুলোতে শান্তি ছিল, আর সেই মণ্ডলীগুলো গড়ে উঠছিল। ফলে প্রভুর প্রতি ভক্তিতে ও পবিত্র আত্মার উৎসাহে তাদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল।"

শিষ্যচরিত/প্রেরিত ৯:২০-৩১

ব্যাখ্যা

শৌল যীশুকে জানার পর বিভিন্ন স্থানে যীশুর কথা প্রচার করতে থাকলেন। তাতে তাঁর উপর নির্যাতন বেড়ে গেল। শিষ্যরা শৌলকে উদ্ধার করে অন্য শহরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শিষ্যদের মধ্য থেকে কয়েকজন শৌল যে যীশুকে বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাতে বার্ণবা শিষ্যদের বললেন যে, শৌল সত্যিকারেই যীশুকে বিশ্বাস করেন। এতে অন্যান্য শিষ্যরা শৌলকে বিশ্বাস করলেন। তারা সকলে একত্রে যীশুর কথা প্রচার করতে থাকলেন।

সেশন ৩৫-৩৬

প্রস্তুতি

এ সেশনে শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয় করবে। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি দলে কী অভিনয় করতে হবে তা বলে দিন। তাদের বলুন যে প্রেরিত/শিষ্যচরিত ৯:১-১৯ পদ অবলম্বনে শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনটি প্রতিটি দল অভিনয় করে দেখাবে। অভিনয়ের পূর্বে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিচের প্রশ্নটি পোস্টার পেপারে লিখে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। জিজ্ঞেস করুন যে তারা কেমন আছে। গীতসংহিতা/সামসংগীত ৯১:১-৪ পদ পাঠ করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।

"মহান ঈশ্বরের আশ্রয়ে যে বাস করে সে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় থাকে।
সদাপ্রভুর সম্বন্ধে আমি এই কথা বলব,
"তিনিই আমার আশ্রয় ও আমর দুর্গ;
তিনিই আমার ঈশ্বর যাঁর উপরে আমি নির্ভর করি।"
তিনি তোমাকে শিকারীদের ফাঁদ থেকে আর সর্বনাশা মড়কের হাত থেকে রক্ষা করবেন।
তাঁর পালকে তিনি তোমাকে ঢেকে রাখবেন,
তাঁর ডানার নিচে তুমি আশ্রয় পাবে;
তাঁর বিশ্বস্ততা তোমার ঢাল ও দেহ-রক্ষাকরী বর্ম হবে।"

গীতসংহিতা : ৯১

ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীদের বলুন, "শৌলের মন পরিবর্তনের বিষয়ে তোমরা জেনেছো।" আমরা এই জানার ভিত্তিতে আজকে একটি মজার কাজ করব। তোমরা দলগতভাবে প্রেরিত/শিষ্যচরিত ৯:১-১৯ পদ অবলম্বনে শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি প্রতিটি দলে অভিনয় করে দেখাবে।

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন এবং চিহ্নিতকরণের সুবিধার্থে দলগুলোর নামকরণ করুন। প্রতিটি দলে একটি চিরকুটে অভিনয়ের বিষয়টি লিখে দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন তারা কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা যেন নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয়। কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এই চরিত্র বেছে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলে আপনিই চরিত্রগুলো বণ্টন করে দিন।

চরিত্র ভাগ করে নেয়া হলে প্রতিটি দলে তাদের নিজেদের মধ্যে চরিত্র অনুযায়ী স্ক্রিপ্ট ভাগ করে নিতে বলুন। অভিনয়ের পূর্বে প্রতিটি দলকে বলুন নিজেদের মধ্যে মহড়া দিয়ে নিতে, যাতে তারা সাবলীলভাবে অভিনয় করতে পারে।

তারা অভিনয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত কি না তা জেনে নিন। তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে পোস্টার পেপারে আগে থেকে লিখে রাখা প্রশ্নটি সামনে টাঙিয়ে দিন। তাদের বলুন, একেক দলের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন শেষ হলে অন্য দলগুলোর উদ্দেশে প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো জেনে নেয়া হবে। তারা প্রত্যেক দলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নোট করে রাখবে।

এবার প্রতিটি দলকে তাদের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপনের জন্য একে একে আহ্বান করুন। প্রতিটি দলের অভিনয় শেষে তাদের কৃত কাজটির জন্য প্রশংসা করুন। অন্য দলগুলোর উদ্দেশ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো জেনে নিন। সবকটি দলের অভিনয় শেষ হলে তাদের এ কাজটির জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এবার পোস্টার পেপারে টাঙানো প্রশ্নটি প্রতি দলকে লক্ষ করতে বলুন। প্রতিটি দলে নিজেদের মধ্যে এ প্রশ্নটি আলোচনা করে লিখতে বলুন। প্রতিটি দলের দলনেতাকে উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করুন। প্রতিটি দলের উপ-স্থাপন শেষ হলে সারাংশ টানুন।

মূল্যায়ন-আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/checkilit ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীদের বলুন, ‘‘ইশ্বর যেমন দেহধারণ করে মানুষ হলেন, শৌল যেমন নিজেকে বদলে দিয়ে পৌল হলেন; নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে তাঁরা উভয়েই মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করলেন। তুমি কীভাবে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করতে পারো, সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছোটো ছোটো দুটি কাজ করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।’’

শেষ

আনন্দদায়ক একটি সেশন উপহার দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন ৩৭

প্রস্তুতি

এ সেশনে শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ উপস্থাপন করবে। সেজন্য আপনি একাধিক পোস্টার কাগজ ও মার্কার পেন হাতের কাছে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন। তোমরা কীভাবে নিজের মন পরিবর্তন করেছো কিংবা পরিবর্তন করতে চাও, প্রত্যেকে চোখ বন্ধ করে সে বিষয়ে দুই মিনিট ধ্যান করো এবং প্রার্থনা করো যেন তুমি নিজেকে পরিবর্তন করার শক্তি পাও।

এবার শিক্ষার্থী সংখ্যার সাপেক্ষে তাদের জোড়ায় বা দলে বিভক্ত করুন। তাদের বলুন তারা বাড়িতে যে কাজটি করেছে তা পোস্টার কাগজ ব্যবহার করে উপস্থানের জন্য প্রস্তুত হবে। তাদের দশ মিনিট সময় দিন।

তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে উপস্থাপনের জন্য একেক জোড়া বা দলকে আহ্বান করুন।

শেষ

সকলের উপস্থাপন সম্পন্ন হলে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন এবং এ মহৎ কাজটির জন্য প্রশংসিত করুন। পরবর্তী সময়ে কোনো ভুল-ত্রুটি করলে তারা যেন মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেকে শুধরে নেয় সে কামনা করে বিদায় নিন।

যোগ্যতা ৩

সপ্তম শ্রেণির তৃতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।

যোগ্যতা নম্বর ৩
বহুধাপী অভিজ্ঞতা সংখ্যা ২
সেশন সংখ্যা ১৯

এই যোগ্যতার দুইটি বহুধাপী অভিজ্ঞতা সপ্তম শ্রেণির তৃতীয় শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কাজ করবে যেখানে বলা হচ্ছে যে, খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে শিক্ষার্থী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারবে এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষক, তৃতীয় যোগ্যতার “পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা" এবং “মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা" অংশ দুইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় যোগ্যতার এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাগুলো সম্পাদনের সময় খেয়াল করুন যে শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় যা করছে তার মাধ্যমে যাতে তারা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হয়। এ চাওয়াগুলোই এই যোগ্যতার মূল কামনা।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা
মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা

আলাদা আলাদা সেশনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাটি কীভাবে আপনি পরিচালনা করবেন তা এখন বর্ণনা করা হবে।

তৃতীয় যোগ্যতার প্রথম বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৩৮-৪৬

পর্যন্ত

সেশন ৩৮

প্রস্তুতি

যেহেতু গান গাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেহেতু লিখিত কপি বা প্রজেক্টরের মাধ্যমে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। যীশু পর্বতের/ পাহাড়ের উপর যেভাবে উপদেশ প্রদান করতেন তাঁর একটি বাস্তব চিত্র শিক্ষার্থীদের কল্পনা করতে বলবেন।

অতঃপর স্কুলের আপশাশের যে কোনো একটি জায়গা নির্বাচন করবেন, যে স্থানটি হবে একটু উঁচু। যা দেখতে পাহাড়ের মতো। যীশু উঁচু স্থান বেছে নিয়েছেন এজন্য যে উঁচু স্থানে যখন আমরা কথা বলি, তখন সবাই তা শুনতে পাই। সবার সাথে আমাদের আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

বাস্তবায়ন

শুরু

প্রার্থনা বা গান দিয়ে সেশন শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন আছে। তাদের বাসার সবাই ভালো আছে কি না। যদি কোনো শিক্ষার্থী বা তার আত্মীয় অসুস্থ থাকে তবে তার আরোগ্য লাভের জন্য ঈশ্বরের কৃপা যাচনা করে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা/গান করুন।

পাহাড়ের উপর

এবার শিক্ষার্থীদের যথাস্থানে নিয়ে যাবেন। তাদের এক একজন করে যে কোনো বিষয়ের ওপর কিছু না কিছু বলতে বলুন। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিবেন এবং তাদের বক্তব্যের পর প্রশংসা করুন। তাদের আরো বলুন যখন আমরা সবার উদ্দেশে কোনো কিছু ব্যক্ত করি তা হতে হবে সবার জন্য মঙ্গলকর।

উপরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য প্রদানের সময় শিক্ষার্থীদের কেমন লেগেছে, তা জিজ্ঞেস করুন। এমনও হতে পারে যে এটাই তার জীবনে সবার সামনে প্রথম বক্তব্য প্রদান করা! তাই শিক্ষার্থীর ভয়, লজ্জা, হাত-পা কাঁপুনি ইত্যাদি হতে পারে। আবার অনেকেই সাবলীলভাবে সুন্দর করে বক্তব্য উপস্থাপনও করতে পারে। সমস্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ছোট্ট ঘোষণা দেন যে কাদের বক্তব্য সুন্দর ছিল ও কারা আজ নার্ভাস ছিল। পরবর্তী সেশনে যে কোনো দুইজনকে বক্তব্য দিতে হবে। শুভ কামনা করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিদায় নিন।

সেশন ৩৯

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করুন। পোস্টার কাগজ প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, বিগত দিনের সেশনে পাহাড়ের মতো উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য প্রদান করা সবার কাছে কেমন লেগেছে? কার বক্তব্য সুন্দর হয়েছে এবং কে কে ভয় পেয়েছে? শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে কোন কোন বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়েছে? যার বক্তব্য সুন্দর হয়েছে তাকে সামনে ডেকে এনে পুনরায় বক্তব্যটি দিতে বলুন। এবার যাদের মধ্যে একটু ভয়-ভীতি ছিল তাদের যে কোনো একজনকে ডেকে বক্তব্য প্রদান করতে বলুন।
এবার তার বক্তব্যের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয় ও মূল্যবোধগুলোর কোন কোন বিষয় উল্লেখ্য করা হয়েছে তা লক্ষ করুন। শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের আলোকে আপনি নিজে তাদের উদ্দেশে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো প্রার্থনা, উপবাস, ক্ষমা, দান, অন্তরে দীনতা, নম্রতা, দয়া, শান্তি, পরিশ্রম, সহনীয়তা, পবিত্রতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে যীশু ঠিক এমনিভাবে পর্বতের উপর/পাহাড়ের উপরে উঠে ভক্তদের উপদেশ দিতেন। উল্লেখিত বিষয়গুলো এবার শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী সবার বক্তব্যের আলোকে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো লিখেছে কি না তা যাচাই করুন। শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন। তারা নিজ দলের দলনেতা নিজেরাই নির্বাচন করবে। দলে বসে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। এজন্য ১০ মিনিট সময় দিন। এবার পোস্টার পেপারে এ গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে। তারপর দলগুলোর মধ্যে এ গুণসংবলিত পোস্টার কাগজ বিনিময় করবে। শিক্ষার্থীদের বলুন যে অন্য দলের লেখা গুণ যা তার দল লিখেনি তা নিজ দলের পোস্টার পেপারে যুক্ত করতে।

মূল্যায়ন- অর্পিত কাজ Rubric ব্যবহার করে মূলায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের শুভকামনা করে বিদায় জানান।

সেশন ৪০-৪১

প্রস্তুতি

শিশুতোষ বাইবেল/ বাইবেল হাতের কাছে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের বলুন যে আজ তারা পবিত্র বাইবেল থেকে শিষ্যদের কাছে বলা যীশুর উপদেশবাণী শুনবে।

খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা

''যীশু অনেক লোক দেখে পাহাড়ের উপর উঠলেন। তিনি বসলে পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি শিষ্যদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন:

''অন্তরে যারা নিজেদের গরীব মনে করে তারা ধন্য,
কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই।
যারা দুঃখ করে তারা ধন্য,
কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।
যাদের স্বভাব নম্র তারা ধন্য,
কারণ পৃথিবী তাদেরই হবে।
যারা মনে-প্রাণে ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলতে চায় তারা ধন্য,
কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
দয়ালু যারা তারা ধন্য,
কারণ তারা দয়া পবে।
যাদের অন্তর খাঁটি তারা ধন্য,
কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখাতে পাবে।
লোকদের জীবনে শান্তি আনবার জন্য
যারা পরিশ্রম করে তারা ধন্য,
কারণ ঈশ্বর তাদের নিজের সন্তান বলে ডাকবেন।
ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলতে গিয়ে
যারা অত্যাচার সহ্য করে তারা ধন্য,
কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই ।

তোমরা ধন্য, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের অপমান করে ও অত্যাচার করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের নামে সব রকম মন্দ কথা বলে। তোমরা আনন্দ কোরো ও খুশি হোয়ো, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। তোমাদের আগে যে নবীরা ছিলেন লোকে তাঁদেরও এইভাবে অত্যাচার করত।''

মথি ৫: ১-১২

একটু সহজ করে বলুন

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ঈশ্বর আমাদের বিভিন্নভাবে আশীর্বাদ করেছন যেন আমরা সুখী হতে পরি। লক্ষ কর, যীশু বলেছেন ''অন্তরে যারা দীন''। যীশু বলতে চেয়েছেন যে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও নিরাসক্ত অন্তরে থাকলে আমরা সুখী হবো। মানুষ ধনী বা দরিদ্র যা-ই হোক না কেন, সে যদি ধনসম্পদের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তার যা আছে তার সদ্ব্যবহার করে তাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে সুখী হবে।

''দুঃখ-শোক কাতর যারা'': প্রভু যীশু এখানে সেই দুঃখ –শোকের কথা বলেছেন, যা ভক্তের অন্তরে জেগে উঠে নিজের বা পরের দুর্দশা-দুর্ভোগের জন্য, নিজের পাপ ও অযোগ্যতার জন্য, কিংবা জগতে যে-সব বড় অন্যায়-অধর্ম অবাধে চলে, তারই জন্য।

''ধার্মিকতার জন্য ব্যাকুল যারা'' অর্থাৎ যারা মনে প্রাণে ধর্মিষ্ঠ হতে চায়, সবার জন্য যা ভালো তাই করতে চায়; যারা সবসময় ঈশ্বরের ইচ্ছামতোই চলতে চায়। যারা প্রতিনিয়ত প্রার্থনায় রত থাকে।

''অন্তরে যারা পবিত্র'' অর্থাৎ যারা যথাসাধ্য নিষ্পাপ হয়ে থাকার চেষ্টা করে, যাদের প্রতিটি অভিপ্রায়ে খাঁটি সততা থাকে, প্রতিটি কাজে অকপট সাধুতা থাকে।

যীশুর দেখানো আদর্শ নিজের জীবনে রূপায়িত করে আশপাশের মানুষকে সেই পূণ্য আদর্শে প্রভাবিত করাই যীশুর শিষ্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য। প্রকৃত শিষ্যের ধার্মিক জীবন দেখে অন্য লোক এই কথা বুঝতে পারে যে, যীশুর পথ যথার্থ ধর্মের পথ এবং সে পথ যে প্রকৃত মঙ্গারে পথ, তা-ও সে অন্তরে অনুভব করে, আস্বাদন করে। যারা অন্যের জীবনে শান্তি আনার জন্য পরিশ্রম করে তারা ধন্য। এখানে শান্তি স্থাপনকারী মানুষদের ধন্য বলা হয়েছে কারণ তারা অন্যের সুখ-শান্তি চিন্তা করে ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠে।

বিচার-দিনের বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা

''মনুষ্যপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন।

''এর পরে রাজা তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, ''তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এস। জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।'

"তখন সেই ঈশ্বভক্ত লোকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিঁপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম? কখনই বা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?'

"এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।'

"পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাওনি; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাও নি; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাও নি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাও নি।'

''তখন তাঁরা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করিনি?'

"উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা কর নি তখন তা আমার জন্যই কর নি।"

তারপর যীশু বললেন, "এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে।" মথি ২৫:৩১-৪৬

ব্যাখ্যা

যীশু স্বর্গদূতদের নিয়ে আবার আসবেন। সেটি হবে তাঁর দ্বিতীয় আগমন। তিনি রাজা হিসেবে আসবেন। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর হবে। যখন আসবেন তখন সব জাতির লোকদের তাঁর সামনে একত্র করা হবে। রাখাল যেমন মেষ ও ছাগ আলাদা করেন, সব লোকদের তিনি তেমন দু'ভাগ করবেন। ডান দিকে মেষদের রাখবেন। আর বাম দিকে ছাগদের রাখবেন।

তারপর ডান দিকের লোকদের বলবেন, ''তোমরা পিতার আশীর্বাদ পেয়েছো। তোমাদের জন্য যে জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অধিকারী হাও।

কারণ আমার যখন খিদে পেয়েছিলো, তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিল। আমার যখন পিপাসা পেয়েছিলো, তখন তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে। আমি যখন অতিথি হয়েছিলাম, তখন তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে। আমার যখন পোষাক দরকার ছিলো, তখন তোমরা আমাকে পোষাক দিয়েছিলে। আমি যখন অসুস্থ হয়েছিলাম, তখন তোমরা আমার দেখাশোনা করেছিলে। আমি যখন জেলখানায় ছিলাম, তখন তোমরা আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।''

তখন ডান দিকের সেই লোকেরা বলবে, ''প্রভু, এ সমস্ত কাজ আমরা কখন করেছিলাম?'' তখন যীশু বলবেন, ''তোমরা যখন কোনো দূর্বল লোকের জন্য এ কাজগুলো করেছিলে, তখন আমারই প্রতি করেছিলে। আর যারা এ কাজগুলো করে নাই, তখন তারা আমারই প্রতি করে নাই। তাই তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত দন্ড। আর যারা করেছে তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত জীবন।''

ভালো কাজের তালিকা তৈরি

আপনি শিক্ষার্থীদের বলুন, তুমি কোনো একদিন কোথায় কাকে, কীভাবে যে কোনো একজন ক্ষুধার্ত, পীড়িত, দুঃখী, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে খাবার, আশ্রয়, সান্ত্বনা, সেবা, দিয়েছিলে তার একটি তালিকা তৈরি করো। এরপর বিভিন্ন সারি থেকে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে বলুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সেশন ৪২-৪৩

প্রস্তুতি

শ্রেণিকক্ষে খ্রীষ্টধর্মীয় গান বই, পবিত্র বাইবেল সংগ্রহ করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর একটি গান/ আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শ্রেণিকার্য আরম্ভ করুন।

মূল্যবোধ বিকাশ

যীশু খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করে দৈনন্দিন সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন ও আচার আচরণ-ই হলো খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ। ‘‘মূল্যবোধ সর্বদা ইতিবাচক কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। সমাজ প্রত্যাশিত আচরণই হলো মূল্যবোধ। যেমন –সততা, প্রার্থনা, ন্যায্যতা, নম্রতা, দয়া, ভালোবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শান্তিস্থাপন ইত্যাদি।’’

দলগত কাজ

ক্ষমাশীল পিতা ও হারানো পুত্রের কাহিনি থেকে যে মূলবোধগুলো শিক্ষার্থীরা শিখেছে তাঁর একটি তালিকা দলগতভাবে আলোচনা করে লিখবে। পরবর্তীতে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

আপনি শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত ধারণার সাথে বাইবেলের শিখার সমন্বয় করে সারাংশ টানুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় দিন।

সেশন ৪৪-৪৫

প্রস্তুতি
শ্রেণিকক্ষে বাইবেল ও অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে রাখুন।

শুরু
ছোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু করুন।

বাস্তবায়ন
ভূমিকাভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করুন। তাদেরকে স্ক্রিপ্ট তৈরির জন্য সময় দিন। প্রয়োজনমত সাহায্য করুন। স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী মহড়ার সময় দিন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করুন।

ভূমিকাভিনয়
বাইবেলে বর্ণিত ‘‘ক্ষমাশীল পিতা ও হারানো পুত্রের মন পরিবর্তন’’ গল্পটির উপর তোমরা শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় করবে। শিক্ষকের সহায়তায় অভিনয়ের চিত্রনাট্য তৈরি করবে। কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা নির্ধারণ করে নিবে।

প্রতিটি দল উপস্থাপনের পরে শিক্ষাথীর সহায়তায় ফিডব্যাক দিন। তাদের অসাধারণ কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিন।

সত্যের পক্ষে দীক্ষাগুরু যোহন

“যীশুর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে রাজা হেরোদ যীশুর কথা শুনতে পেয়েছিলন। কোন কোন লোক বলছিল, ‘‘উনিই সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন। তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন বলে এই সব আশ্চর্য কাজ করছেন।”

এই সব কথা শুনে হেরোদ বললেন, “উনি যোহন, যাঁর মাথা কেটে ফেলবার আদেশ আমি দিয়েছিলাম। আবার উনি বেঁচে উঠেছেন।”

এই ঘটনার আগে হেরোদ লোক পাঠিয়ে যোহনকে ধরেছিলেন এবং তাঁকে বেঁধে জেলে রেখেছিলেন। হেরোদ তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যই এটা করেছিলেন। হেরোদ হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন বলে যোহন বারবার হেরোদকে বলতেন, “আপনার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা আপনার উচিত হয় নি।” এইজন্য যোহনের উপর হেরোদিয়ার খুব রাগ ছিল। সে যোহনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু হেরোদ যোহনকে ভয় করতেন বলে সে তা করতে পারছিল না। যোহন যে একজন ঈশ্বরভক্ত ও পবিত্র লোক হেরোদ তা জানতেন, তাই তিনি যোহনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। যোহনের কথা শুনবার সময় মনে খুব অস্বস্তি বোধ

করলেও হেরোদ তাঁর কথা শুনতে ভালোবাসতেন।

শেষে হেরোদিয়া একটা সুযোগ পেল। হেরোদ নিজের জন্মদিনে তাঁর বড় বড় রাজকর্মচারী, সেনাপতি ও গালীল প্রদেশের প্রধান লোকদের জন্য একটা ভোজ দিলেন। হেরোদিয়ার মেয়ে সেই ভোজসভায় নাচ দেখিয়ে হেরোদ ও ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের সন্তুষ্ট করল।

তখন রাজা মেয়েটিকে বললেন, ''তুমি যা চাও আমি তোমাকে তা-ই দেব।'' হেরোদ মেয়েটির কাছে শপথ করে বললেন, ''তুমি যা চাও আমি তা-ই তোমাকে দেব। এমন কি, আমার রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্তও দেব।''

মেয়েটি গিয়ে তার মাকে বলল, ''আমি কি চাইব?''

তার মা বলল, ''বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা।''

মেয়েটি তখনই গিয়ে রাজাকে বলল, ''একটা থালায় করে আমি এখনই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা চাই।''

এই কথা শুনে রাজা হেরোদ খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের সামনে শপথ করেছিলেন বলে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। তিনি তখনিই যোহনের মাথা কেটে আনবার জন্য একজন জল্লাদকে হুকুম দিলেন। সেই জল্লাদ জেলখানায় গিয়ে যোহনের মাথা কেটে একটা থালায় করে তা নিয়ে আসল। রাজা সেটা মেয়েটিকে দিলে পর সে তা নিয়ে গিয়ে তার মাকে দিল। এই খবর পেয়ে যোহনের শিষ্যেরা এসে তাঁর দেহটা নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।''

মার্ক ৬: ১৪-২৯

একটু সহজ করে বলুন

দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন যীশুর অগ্রদূত। তিনি মরুপ্রান্তেরে এই বাণী ঘোষণা করেছেন; তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত কর এবং সহজ সরল করে তোল তোমাদের চলার পথ। তিনি বনের মধু, পশুর লোমের কাপড় ও পঙ্গপাল খেয়ে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। সত্যকে ''সত্য'' এবং মিথ্যাকে ''মিথ্যা'' বলে; সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সত্যের সপক্ষে সাক্ষী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ফলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও এমন অনেক সময় উপস্থিত হয়। যখন আমরা সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দিতে পারি। অন্যায় দেখে আমরা অনেক সময় প্রতিবাদ করি না। আমরা ভয় পাই, পরে যদি আমার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে! তাই সত্য বলার সাহস আমাদের থাকতে হবে। দীক্ষাগুরু সাধু যোহন আমাদের অনুপ্রাণিত করেন যাতে আমরা আমাদের দৈনিন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া অনৈতিক, অপ্রীতিকর, মিথ্যা ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ ও সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দেই।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীরা অষ্টকল্যাণবাণী অনুসরণ করে কীভাবে ক্ষমাশীল, দয়ালু, শান্তিকামী ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দিন। ক্ষমাশীল হতে, দয়ালু হতে, শান্তিকামী ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে যা যা করতে পারে তা তোমরা লিখবে। একে বলে কর্মপরিকল্পনা। কর্মপরিকল্পনা তৈরি সহজ করতে নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে হতে পারে।

প্রশ্নগুলো হলো:

- যীশুর অষ্টকল্যাণ বাণী থেকে কোনটি তোমার বেশি ভালো লেগেছে? যেটি বেশি ভালো লেগেছে সেটির আলোকে দুটি কাজ করে পরবর্তী শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।
- প্রতিবেশী ও ভাইয়ের সেবা করার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি, যীশুর এ বাণীর আলোকে দুটি কাজ করে প্রতিবেদন লিখ। কখন, কোথায়, কার জন্য ও কীভাবে করেছ তা বর্ণনা কর।
- তুমি কি কখনো সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছ? যদি দিয়ে থাকো তবে বর্ণনা করো। আর যদি না হয় তবে চেষ্টা করো এরকম একটি কাজ করতে এবং পরবর্তী সেশনে তা উপস্থাপন করো।

শিক্ষার্থীদের জানান যে পরবর্তী সেশনে তাদের লিখে আনা কর্মপরিকল্পনাটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে হবে।

সেশন ৪৬

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের জন্য পোস্টার কাগজ, দেয়ালে টাঙানোর জন্য binding clip, আঠা, masking tape, ইত্যাদি জোগাড় করে রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীরাসহ তাদের পরিবারের সবাই কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করে সেশন শুরু করুন। সাম্প্রতিক বিষয় যেমন উৎসব, খেলাধুলা, সমস্যা, ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে পারেন।

উপস্থাপন

শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা কর্মপরিকল্পনার খসড়াগুলো দেখুন এবং মন্তব্য করে সংশোধন করুন। এখন এই শিক্ষার্থীদের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনাগুলো পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

মূল্যায়ন- উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/checklist ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের বলুন যে কর্মপরিকল্পনা তারা করেছে, তা যেন প্রাত্যহিক জীবনে তারা মেনে চলে। শিক্ষার্থীদের মঙ্গল কামনা করে সেশনটি শেষ করুন।

তৃতীয় যোগ্যতার দ্বিতীয় বহুধাপী অভিজ্ঞতা চলবে

সেশন

৪৭-৫৬

পর্যন্ত

সেশন ৪৭-৪৮

প্রস্তুতি

শিক্ষার্থীদের দিয়ে ছবি অঙ্কন করানোর জন্য প্রয়োজনীয় paper sheet ও রং পেন্সিল প্রস্তুত রাখুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

Comics

শিক্ষার্থীদের দিয়ে চার panel- এ comics তৈরি করানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। একটি panel- এ সাধ্বী মাদার তেরেজা ও একটি panel- এ ড. উইলিয়াম কেরী'র ছবিসহ সংক্ষিপ্ত কাজগুলো লিখুন যার একটি নমুনা পরবর্তী দুইটি পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের ঐ panel- এ দেয়া কাজের বিবরণী অনুযায়ী ছবি অঙ্কন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে এই কাজটি করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিন। শিক্ষার্থী মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরীর জীবনের ঘটনা প্রবাহের সাথে মিলে রেখে ছবি অঙ্কন করবে। সকলকে দশ মিনিট মনোযোগ দিয়ে সাধ্বী মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরী'র জীবনের ঘটনাগুলো প্রথমে পাঠ করতে বলুন। ঘটনাগুলো নিয়ে কীভাবে ছবি অঙ্কন করা যায় তাও চিন্তা করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে paper sheet এবং প্রয়োজনীয় রং পেন্সিল সরবরাহ করুন। ছবি অঙ্কন করার জন্য সঠিকভাবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করুন। তাদেরকে ছবি অঙ্কন করার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।

এখনে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো:

১. দরিদ্র পল্লিতে শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা

২. অনাথ আশ্রম পরিচালনা

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো:

১. ক্লিনিকে অসুস্থ মানুষদের সেবাকাজ

২. Missionaries of Charity

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো:

১. শিশুদের জন্য খাবার পরিবেশন

২. এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগীদের সেবা

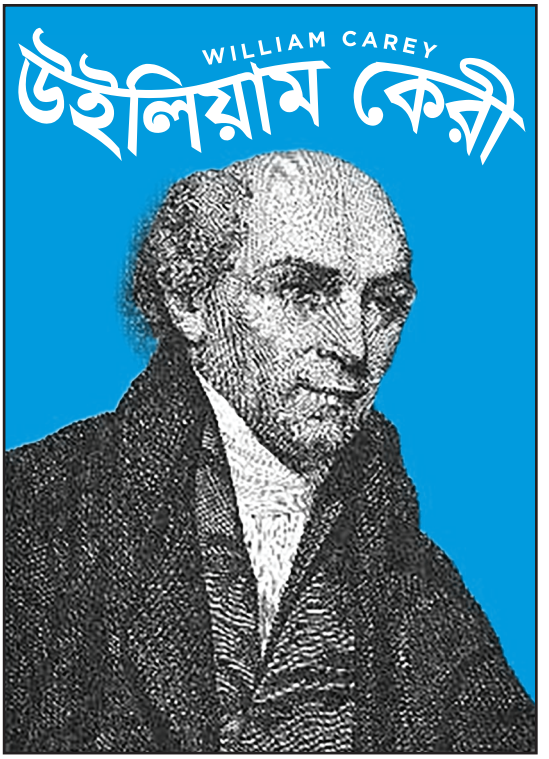

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো:

১. দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা

২. মুসলিম, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানদের নিয়ে শান্তি পরিষদ গঠন

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো:

১. ডিকশনারি (অভিধান) তৈরি

২. সাপ্তাহিক পত্রিকা “Friends of India” তৈরি

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো:

১. বাইবেল অনুবাদ

২. ছাপাখানা বা প্রেস তৈরি

পর্যবেক্ষণ

মাদার তেরেজা ও ড.উইলিয়াম কেরী'র জীবন ও কাজের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে শিক্ষার্থীরা কতটুকু যোগ্যতার সাথে ছবি অঙ্কন করতে পেরেছে, তা পর্যবেক্ষণ করুন।

শেষ

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিন।

সেশন ৪৯-৫০

প্রস্তুতি
শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলগত কাজ করানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু
সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

অনুভূতি আলোচনা
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন যে, মাদার তেরেজা ও ড. উইলিয়াম কেরী'র জীবন ও কাজের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে ছবি অঙ্কন কেমন মজা হয়েছিল? তাদের অভিব্যক্তি ভালো করে শুনুন। শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করুন। একটি দলে মাদার তেরেজার জীবন প্রবাহ ও অন্য দলে ড. উইলিয়াম কেরী'র জীবন প্রবাহ নিয়ে তিনটি কাজ পোস্টার পেপারে লিখবে। মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরী যে কাজগুলো করেছেন, সেই কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ কীভাবে উপকার পেয়েছে তা তোমরা লিখবে। তারপর সেই লেখাগুলো market place করবে। অর্থাৎ তোমরা এক দলের কাজ অন্য দল পরিদর্শন করবে। অন্য দল থেকে যদি নতুন কোনো ধারণা পাওয়া যায় তাহলে তা নিজের দলের লেখার সাথে যুক্ত করবে। পরে প্রত্যেক দল শ্রেণিকক্ষে তা উপস্থাপন করবে।

শেষ
শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করুন।

সেশন ৫১

প্রস্তুতি

Expert Jigsaw করার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে শুরু করুন।

আলোচনা

দুইটি দল করুন। একটি দল মাদার তেরেজা'র জীবন নিয়ে ও অন্য দলকে ড. উইলিয়াম কেরী'র জীবন নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

Expert Jigsaw

আলোচনা শেষে প্রত্যেক দলে শিক্ষার্থীদের ১,২,৩,৪ এভাবে গুণতে বলুন। গণনা করা শেষ হলে সব ১ নিয়ে একটি দল করুন। সব ২ নিয়ে, সব ৩ নিয়ে এবং সব ৪ নিয়ে আলাদা আলাদা দল হবে। তারপর দলে মাদার তেরেজা ও ড. উইলিয়াম কেরী'র জীবনের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করুন।

সেশন ৫২-৫৪

প্রস্তুতি

গল্প ভিডিও, গান, ছবি ও বই থেকে মাদার তেরেজা ও ড. উইলিয়াম কেরী'র জীবনের ঘটনা প্রবাহ আলোচনা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

জীবনী উপস্থাপন

সাধ্বী মাদার তেরেজা ও ড. উইলিয়াম কেরী'র জীবন শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন। এক্ষেত্রে আপনি ছবি, ভিডিও, পোষ্টার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করুন।

সাধ্বী মাদার তেরেজা

জন্ম

সাধ্বী মাদার তেরেজা ২৬শে আগস্ট ১৯১০ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া রাজ্যের স্কপিয়তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিবার ছিল আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত।

আহ্বান

১২ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের কাজের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে খ্রীষ্টের কাজ করার জন্য একজন ধর্মপ্রচারক হতে হবে। ১৮ বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতাকে ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে ও পরে ১৯২৯ সালে ভারতে আইরিশ নান সম্প্রদায়ের "সিস্টার্স অব লরেটো" সংস্থায় যোগদান করেন। ডাবলিনে কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পর তাকে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ভারতে ১৯৩১ সালের ২৪শে মে সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন, পরে ১৯৩৭ সালের ১৪ই মে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন।

সেবা কাজ

তিনি কোলকাতার দরিদ্র পল্লিতে দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে কাজ করেন। যদিও তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তিনি বস্তির জন্য একটি উন্মুক্ত স্কুল শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর তেরেজা "ডায়োসিসান ধর্মপ্রচারকদের সংঘ" করার জন্য ভ্যাটিকানের অনুমতি লাভ করেন। এ সমাবেশেই পরবর্তীকালে "দ্যা মিশনারিজ অব চ্যারিটি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "দ্যা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" হলো একটি খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারণা সংঘ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে তিনি "নির্মল হৃদয় শিশু ভবন" স্থাপন করেন। এই ভবন ছিল এতিম ও বসতিহীন শিশুদের জন্য এক স্বর্গ। ২০১২ সালে এই সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন ৪,৫০০ জনেরও বেশি সন্ন্যাসিনী। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তার এই ধর্মপ্রচারণা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। তার

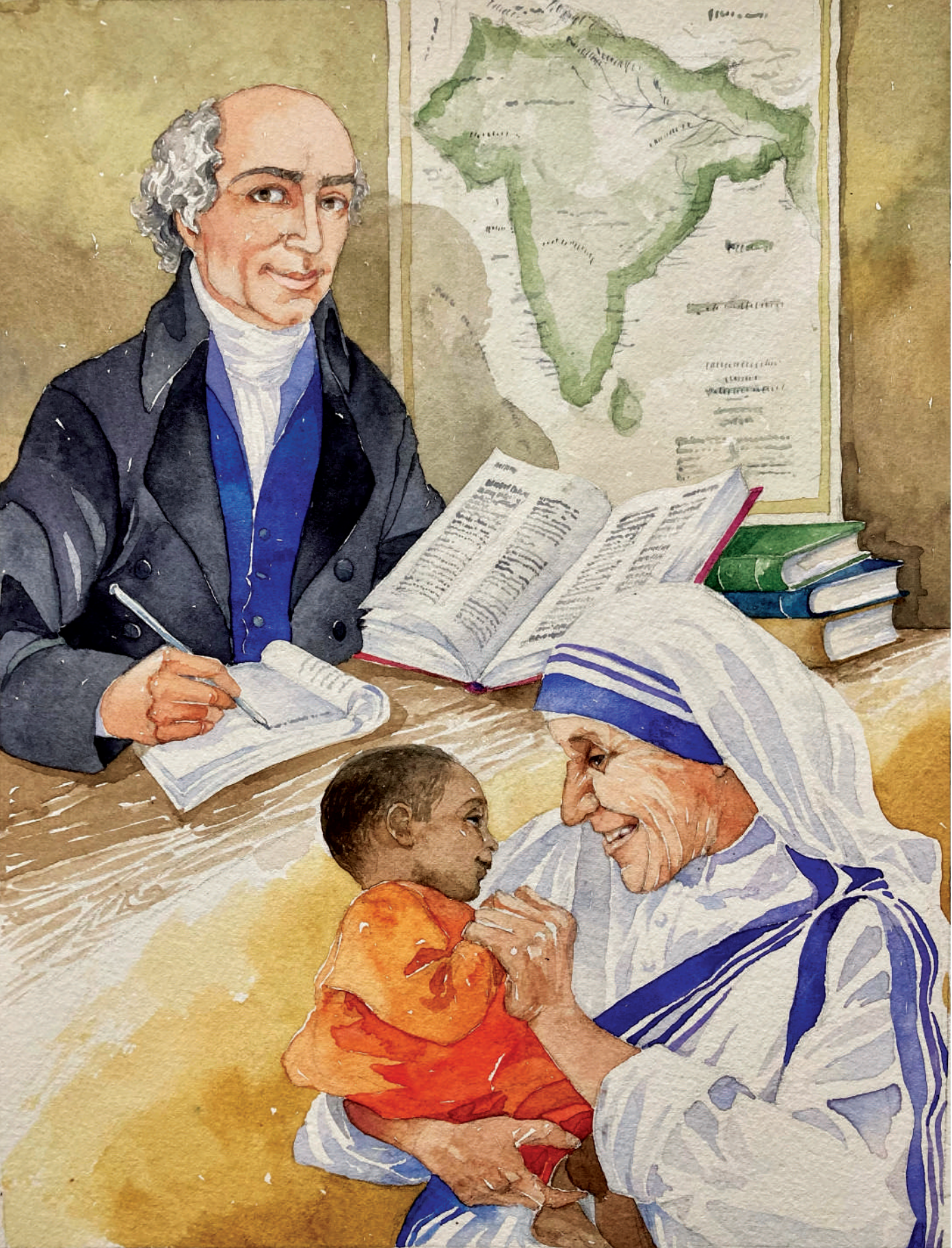

প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে থাকে যেমন– বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নেশা, গৃহহীন, পারিবারিক পরামর্শদান, অনাথ আশ্রম, স্কুল, মোবাইল ক্লিনিক ও উদ্বাস্তুদের সহায়তা ইত্যাদি। তিনি ১৯৬০–এর দশকে ভারত জুড়ে এতিমখানা, ধর্মশালা এবং কুষ্ঠরোগীদের ঘর খুলেছিলেন। তিনি অবিবাহিত মেয়েদের জন্য তার নিজের ঘর খুলে দিয়েছিলেন। তিনি এইডস আক্রান্তদের যত্ন নেওয়ার জন্য একটি বিশেষ বাড়িও তৈরি করেছিলেন। মাদার তেরেজার কাজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি দেশে মৃত্যু পথযাত্রী এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়সহ দ্যা মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৬১০টি কেন্দ্র বিদ্যামান ছিল।

পুরস্কার

মাদার তেরেজা ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে "ম্যাগসেসে শান্তি পুরস্কার" এবং ১৯৭২ সালে "জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার" লাভ করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে "বালজান পুরস্কার" লাভ করেন। মাদার তেরেজা ১৯৭৯ সালে দুঃখী মানবতার সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ "নোবেল শান্তি পুরস্কার" অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান "ভারতরত্ন" লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে "প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম পুরস্কার" লাভ করেন। ২০১৬ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি অনুষ্ঠানে পোপ ফ্রান্সিস তাকে "সাধ্বী" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ক্যাথলিক মিশনে তিনি "কোলকাতার সাধ্বী তেরিজা" নামে আখ্যায়িত হন।

মৃত্যু

তিনি ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ ৮৭ বছর বয়সে কোলকাতার পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যবরণ করেন।

ড. উইলিয়াম কেরী

জন্ম

ড. উইলিয়াম কেরী ১৭৬১ সালের ১৭ই আগস্ট ইংল্যান্ডের পলার্সপুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আহব্বান

ড. উইলিয়াম কেরী বাইবেলের যিশাইয় ৬৫:২-৩ পদের আলোকে ইংল্যান্ড "অমর উপদেশ" দিয়েছিলেন। উপদেশটির প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতিটি ছিল: "Expect great things from God; attempt great things for God." [ঈশ্বরের কাছ থেকে মহৎ কিছু প্রত্যাশা কর; ঈশ্বরের জন্য মহৎ কিছু কর]। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের জীবন পরিবর্তন করার আহ্বান পেয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন। কেরি ১৭৯৩ সালে ১৩ই জুন একটি ব্রিটিশ জাহাজে লন্ডন থেকে যাত্রা করে নভেম্বর মাসে কোলকাতায় আসেন। তাকে "আধুনিক মিশনের জনক" বলা হয়।

কাজ

কেরী ১৭৯২ সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে তা বিএমএস ওয়ার্ল্ড মিশন নামে রূপ নেয়। ১৭৯৪ সালে কেরি কোলকাতায় নিজের খরচে দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। যা সমগ্র ভারতে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি সামাজিক প্রথা সংস্কার করে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। ১৮০৭ সালে কেরীকে ব্রাউন

ইউনিভার্সিটি সম্মান সূচক "ডক্টর অব ডিভিনিটি" ডিগ্রি প্রদান করেন। ১৮১৭ সালে দেশীয় ছাত্রদের মাঝে পুস্তকের অভাব মেটানোর জন্য কোলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ১৬ জন ইউরোপীয়, ৪জন মৌলভি ও ৪জন বাঙালি হিন্দু নিয়ে এর পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়। কেরী ১৮১৮ সালে "দিকদর্শন" নামে একটি মাসিক, "সমাচার দর্পণ" নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এবং "Friends of India" নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই বছর তিনি শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছিল এশিয়ার প্রথম ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ। পরে কলেজটি শ্রীরামপুর বিশ্ববিদ্রালয়ে রূপ নেয়। তিনি ১৮২০ সালে কোলকাতার আলিপুরে এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। কেরী ও তার দল পাঠ্যপুস্তক ও অভিধান তৈরি করেছিলেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ ও একজন ধর্মপ্রচারক।

তিনি সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য প্রচারণা চালিয়েছিলেন। পরে ১৮২৯ সালে ৫ই ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। যেদিন আইন পাস হয় সেদিনই তিনি নিজে ঘোড়ায় চড়ে কোলকাতার লোকদের এই আইনের কথা জানিয়ে দেন। শিশুবলি ও সুত্তির প্রথা বন্ধ করতে সাহায্য করেছিলেন। জাতিগত বৈষম্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যার সাথে তাঁর ছিল ব্যাপক পরিচিতি। তাঁকে "ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ" খেতাব দেওয়া হয়। তিনি হিন্দু ক্লাসিক ও রামায়ণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কেরী বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মারাঠি, হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষাসহ ৪৪টি ভাষায় এবং উপভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাইবেল অনুবাদ করেন। তিনি ভারতে প্রথম ছাপা মেশিন বা প্রেস চালু করেন।

মৃত্যু

১৮৩৪ সালের ৯ই জুন ৭৩ বছর বয়সে উইলিয়াম কেরীর কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁকে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

খ্রীষ্টধর্মে সম্প্রীতি

খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম একটি নীতিগত বিষয় হলো সমাজের সকল মানুষের সাথে সম্প্রীতিতে বসবাস করা। সৃষ্টিকে ভালোবেসে ও সম্প্রীতিতে অবস্থানের জন্য খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসীরা সমাজে বিভিন্ন সেবাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে মানুষের কাঙ্ক্ষিত বা প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ।

শিক্ষা

খ্রীষ্টধর্ম অনুসারীদের পরিচালিত বাংলাদেশে উচ্চতর গুণগত মানসম্পন্ন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সব ধর্মের মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা চর্চা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, "সবশেষে বলি, তোমরা সবাই পরস্পরের সঙ্গে মিল রেখে বসবাস করো; তোমরা সহানুভূতিশীল, একে অপরকে ভালোবাসো, দরিদ্র ও নতনম্র হও" (১ পিতর ৩:৮)। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, সব ধর্মের সকল শিশুর জীবন গঠনের জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা তাদের দায়িত্ব।

অন্যদিকে দেশের শিক্ষার চাহিদাপূরণে এ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সাথে একযোগে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সকলের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত।

স্বাস্থ্য

খ্রীষ্টধর্ম অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বেশ কিছু স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা উন্নয়ন, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় যা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এর সুবিধা পেয়ে থাকে। শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি চর্চা করে থাকে।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনকল্পে খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ ও মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ও তাদের পাশে দাঁড়াতে সর্বদা তৎপর যেমন– বন্যার্তদের সাহায্য করা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোতে সরকারের পাশাপাশি সর্বদা সমমনায় কাজ করা। স্বাধীনতা সংগ্রামে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, শান্তিস্থাপনে চার্চ ও চার্চের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় সম্প্রীতি চর্চা করে চলছে। বাইবেলে লেখা আছে, "একে অন্যকে ভাইয়ের মত গভীরভাবে ভালোবাসো। নিজের চেয়ে অন্যকে বেশী সম্মান করো।" (রোমীয় ১২:১০)।

সেশন ৫৫-৫৬

প্রস্তুতি

এই সেশনগুলোর অংশ হিসেব শিক্ষার্থী মাদার তেরেজা ও ড.উইলিয়াম কেরী'র কর্মময় জীবন থেকে যা শিখেছে তার প্রেক্ষিতে মাদার তেরেজা'র জীবনের একটি কাজ ও ড. উইলিয়াম কেরি'র জীবনের একটি কাজ নিজে বা সহপাঠীদের মাধ্যমে সম্পন্ন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে, এ বিষয়ে আপনি তাদের সাহায্য করুন।

বাস্তবায়ন

শুরু

শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সেশন শুরু করুন।

উপস্থাপন বিষয়ে জানানো

শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলুন, মাদার তেরেজা'র জীবন থেকে তাদের কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। অনুরূপভাবে ড. উইলিয়াম কেরী'র জীবন থেকে তাদের কোন বিষয়টি বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাদের উভয়ের জীবন থেকে একটি করে কাজ নিজে বা সহপাঠীদের সাথে শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করুন। উপস্থাপনে যদি কোনো সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করুন।

উপস্থাপন

উপস্থাপন দিনে ক্রমানুসারে প্রত্যেকে শিক্ষার্থী কাছ থেকে উপস্থাপন দেখুন। উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা করতে সুযোগ দিন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন।

মূল্যায়ন- উপস্থাপন যাচাই –তালিকা /checklist ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন এবং শিক্ষার্থীদের feedback দিন।

শেষ

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভ কামনা করে সেশন শেষ করুন।

পরিশিষ্ট

এই অংশে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলো একটি তালিকা এবং বিভিন্ন যাচাই –তালিকা/checklist, Rubric, এবং নমুনা কিছু পত্র দেওয়া আছে। এছাড়াও রয়েছে দুইটি খালি পৃষ্ঠা, যেখানে আপনি আপনার নিজের তৈরি কোনো যাচাই-বাছাই তালিকা/ checklist, Rubric, অথবা কোনো পত্র, বা কোনো মন্তব্য বা নোট লিখে রাখতে পারেন।

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং তার ভিন্ন ও একটু বদলে যাওয়া রূপগুলো নিচে দেখতে পারো। এই তালিকাটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্য রাখা হলো, এর বাইরেও কিন্তু এরকম খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিশেষ শব্দ তুমি দেখতে পাবে।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান/শব্দ	বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য রূপ	ইংরেজি শব্দ ও তার উচ্চারণ
খ্রীষ্ট	খ্রিস্ট/খ্রীস্ট/খ্রিষ্ট	Christ (ক্রাইস্ট/ক্রাইস্‌ট্)
যীশু	যিশু	Jesus (জীজাস্/জীসাস্)
খ্রীষ্টধর্ম	খ্রিস্টধর্ম/খ্রীস্টধর্ম/খ্রিষ্ঠধর্ম	Christianity (ক্রিসটিঅ্যানাটি/ ক্রিসচিয়ানিটি)
খ্রীষ্টান	খ্রিস্টান/খ্রীস্টান/খ্রিষ্টান/খ্রিস্তান/খ্রীশ্চান	Christian (ক্রিস্ চান্/ক্রিশ্চিয়ান/ক্রিস্‌টিয়ান্)
অব্রাহাম	আব্রাহাম/ইব্রাহিম/ইব্রাহীম	Abraham (এইব্রাহ্যাম্/এইব্রাহাম্)
ইব্রীয়	হিব্রু	Hebrew (হীব্রু)
গাব্রিয়েল	গ্যাব্রিয়েল/জিবরাঈল/জিব্রাঈল/জিব্রাইল	Gabriel (গ্যাব্রিয়েল্)
থোমা	থমাস/টমাস/ঠমাস	Thomas (ঠমাস্/থমাস্)
দায়ূদ	দাউদ/ডেইভিড/ডেভিড/দাবিদ	David (ডেইভিড্)
নাসরত	নাসরৎ/নাজারেথ/নাজারথ	Nazareth (নাজারেথ্/নাজারথ্)
মথি	ম্যাথিউ	Matthew (ম্যাথিউ/মাথেয়)
মরিয়ম (মারীয়া)	মেরি/মারিয়া	Mary (ম্যারি)
যর্দন নদী	জর্দান নদী/ জর্ডান নদী	Jordan River (যর্ডান্ রিভার্)
যিরূশালেম	জেরুসালেম/জেরুজালেম	Jerusalem (জেরুসালেম্/যেরুশালেম)
যিহূদী	ইহুদি/ইহুদী	Jew (যু/জু)
যোষেফ	যোসেফ	Joseph (জোযেফ্/জোসেফ্)
যোহন	জন	John (জন্)
লূক	লুক	Luke (লক্)
শমরীয়	সামারিটান/সাম্যারিটান্	Samaritan (সামারিটান/সাম্যারিটান্)
শিমোন-পিতর	সাইমন পিটার	Simon Peter (সাইমন পিটার)

আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা/Checklist

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

শিক্ষার্থীর আচরণ				
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
মনোযোগী				
জানতে আগ্রহী				
স্বনির্ভরশীল				
বিঘ্ন ঘটায় না				
স্বতঃস্ফূর্ত এবং কৌতুহলী				
অপরকে মন থেকে সাহায্য করতে চায়				
অপরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে				
কোনো কাজে নেতৃত্ব দেয়				
কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে				
প্রয়োজনে সাহায্য চায়				
অনিরাপদ কাজ করে না				
নির্বাচন করতে দিলে করতে পারে				
শিক্ষকের নির্দেশনা মান্য করে				
সহপাঠীর সাথে আচার-ব্যবহার মার্জিত				
গুরুজনের সাথে আচার-ব্যবহার মার্জিত				

অংশগ্রহণ Rubric

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
বিষয়	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে "সাবাস" বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
সেশনে জিজ্ঞেস করা হলে শিক্ষার্থীর উত্তর দেওয়া এবং নিজে থেকে প্রশ্ন করার মাত্রা; প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার্থীর অন্য অবদান ধর্তব্য	শিক্ষার্থী দুই বা তার বেশি বার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য।	শিক্ষার্থী এক বা দুইবার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। যদি একবার করে তবে সেটাও বেশ ভালোভাবেই করে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য।	শিক্ষার্থী মোটামুটি একবার প্রশ্নের উত্তর অথবা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে সেটাও ধর্তব্য।	
শিক্ষার্থীর করা প্রশ্ন এবং প্রদানকৃত উত্তরের মান; প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার্থীর অন্য অবদান ধর্তব্য	শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গভীর এবং তার যাপিত জীবনের অনুভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ। শিক্ষার্থী প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষার্থী উপস্থাপিত তথ্যের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে নিজের ভাবনাটি স্থাপন করতে পারে, প্রয়োজনে গঠনমূলক সমালোচনাও করতে পারে।	শিক্ষার্থী মূল বিষয়বস্তুর গভীরে যেয়ে তার সাপেক্ষে প্রশ্নটি করে, এবং উত্তর দিলেও একই রকম দক্ষতা দেখায়। প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহারে তার কিছুটা দখল আছে।	শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে এবং প্রশ্ন করতে পারে। তবে তার ভাবনা এবং ভাষা সবসময় গভীর হয় না।	
শিক্ষার্থীর শ্রবণ	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো শুনে, বুঝতে পারে, নিজের ভাবনার মাঝে তা সাজাতে পারে এবং আরও নতুন কিছু যোগ করতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো শুনে, বুঝতে পারে।	শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অপর শিক্ষার্থীর প্রদানকৃত বক্তৃতা, নির্দেশনা, ভাবনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে।	

উপস্থাপন যাচাই-তালিকা/Checklist

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

শিক্ষার্থীর উপস্থাপন				
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে “সাবাস” বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
উপস্থাপন				
বাচনভঙ্গি				
কৌতুহল				
শ্রোতাদের সাথে eye contact				
উপস্থাপনের প্রস্তুতি				
উপস্থাপনের গতি				
অঙ্গভঙ্গি				
ছবি/অতিরিক্ত কোনো সামগ্রীর ব্যবহার				
উপস্থাপনে প্রদানকৃত তথ্য				
শুরুটা কেমন				
তথ্যের স্পষ্টতা এবং শুদ্ধতা				
তথ্যের বিন্যাস				
সময় ব্যবস্থাপনা				
শেষটা কেমন				
প্রশ্ন করা হলে সাড়া কেমন				

অর্পিত কাজ Rubric

শিক্ষার্থীর নাম:.....তারিখ:.....

শিক্ষকের নাম:.....সময়:.....

বিষয়				
	কিছু নির্দেশক যার উপর ভিত্তি করে feedback দিতে পারেন			
	শিক্ষার্থী চমৎকার করেছে। তাকে "সাবাস" বলুন।	শিক্ষার্থী ভালো করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানান।	শিক্ষার্থী খারাপ করেছে, তাকে আরও চেষ্টা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে আরও সহায়তা করুন।	প্রযোজ্য বিষয়টি দেখতে পাননি বা শিক্ষার্থী প্রযোজ্য বিষয়টিতে অংশগ্রহণ করেনি।
কাজটির জন্য গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহ	শিক্ষার্থী দুই বা ততোধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার সবগুলো সম্পূর্ণ সঠিক।	শিক্ষার্থী একটি বা দুইটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যার একটি সম্পূর্ণ সঠিক এবং অন্যটি আংশিকভাবে সঠিক।	শিক্ষার্থী যে কোন একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যা আংশিকভাবে সঠিক।	
সম্পাদিত কাজটির বিন্যাস কেমন	শিক্ষার্থী যে কাজটি করেছে তার বিন্যাস একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট যৌক্তিক এবং তা বেশ যত্নের সাথে সে করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার বিন্যাস একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে খানিকটা যৌক্তিক।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত নয়।	
কাজটির সম্পাদন এবং মৌলিকতা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীলতা দিয়ে কাজটি সে আরো সুন্দর করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা অন্যদের চেয়ে আলাদা নয় কিন্তু নিজের চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশীলতা দিয়ে কাজটি করেছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা গতানুগতিক, যার মধ্যে নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা নেই বললেই চলে।	
সম্পাদিত কাজটির নির্ভুলতা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্ত সম্পূর্ণরূপে সঠিক।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্ত বেশ খানিকটা সঠিক। সামান্য ভুল থাকতে পারে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তার তথ্য-উপাত্তের সামান্য কিছু অংশ নির্ভুল।	
সম্পাদিত কাজটির উপস্থাপনা	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে যার মধ্যে সুন্দর ভাষাশৈলী ও সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছে কিন্তু তার মধ্যে ভাষাশৈলী ও সৃজনশীলতা সাধারণ।	শিক্ষার্থী যে কাজ করেছে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সে উদাসীন ছিল।	

দলগত কাজ হলে উপরের বিষয়গুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নিচের বিষয়গুলোও মূল্যায়ন করুন				
দলে শিক্ষার্থীটির অবদান	শিক্ষার্থী দলের সকল কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সবাইকে সহযোগিতা করে কাজটি সুন্দর করতে ভূমিকা রেখেছে।	শিক্ষার্থী দলের কোনো কোনো কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অন্যদের সহযোগিতা করতে উন্মুখ ছিল।	দলগত কাজে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ খুব কম।	
দলে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা	শিক্ষার্থী দলের সকল সহপাঠির সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের বেশির ভাগ সহপাঠির সাথে তথ্য বিনিময় এবং সহযোগিতা করেছে।	শিক্ষার্থী দলের এক বা দুইজনের সাথে তথ্য বিনিময় করেছে এবং তাদের সহযোগিতা করেছে।	

Field Trip-এর অনুমতিপত্র

প্রিয় মা-বাবা/অভিভাবক,

আপনার শিশুটি একটি Field Trip-এ যাবে। নিচের তথ্যগুলো পড়ুন "✎" চিহ্ন দেওয়া অংশগুলো পূরণ করুন, এবং সবশেষে স্বাক্ষর দিন। এরপর এই অনমতিপত্রের নিচের অংশটি কেটে ..... তারিখের মধ্যে ফেরত দিন।

Field Trip-এর তথ্য

প্রযোজ্য সকল অংশ শিক্ষক পূরণ করবেন।

তারিখ: .....
স্থান: .....
উদ্দেশ্য: .....
বিদ্যায় বহন করবে/ আপনি আংশিক বহন করবেন/আপনি সম্পূর্ণ বহন করবেন
খরচ: .....
আপনি বহন করলে, অর্থ প্রদানের মাধ্যমে: নগদ প্রদান/বিকাশ/ব্যাংক/অন্যান্য:
.....
পরিবহনের মাধ্যম: .....
বিদ্যায়ল থেকে প্রস্থানের সময়: .....আগমনের সময়: .....
কোনো অ্যালার্জি বা স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশনা বা অন্য কোনো বিষয়
✎বিশেষ নির্দেশনা: .....
.....
আপনার কোনো বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: .....

উপরের অংশটুকু আপনি সংরক্ষণ করবেন।

নিচের অংশটুকু স্বাক্ষর করে আপনার শিশুকে দিন তার শিক্ষককে জমা দেওয়া জন্য।

.....নাম.....-কে..... উদ্দেশ্য.....
.....এর উপর করা ..... স্থান.....এ...
আয়োজিত ..... তারিখ ও সময়..... তারিখের Field Trip-এ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলাম। প্রয়োজনে তাকে চিকিৎসা বা অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের অনুমতিও প্রদান করলাম। কোনো জরুলি অবস্থায় নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন:
✎ নাম ..... মোবাইল নম্বর .....

✎ মা-বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

Field Trip নিরাপত্তা যাচাই-তালিকা

যোগাযোগ বিষয়ে		
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই field trip সম্বন্ধে অবহিত আছে কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গা সম্বন্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (একাধিক ব্যক্তি) জানে কি?	হ্যাঁ	না
কোনো দায়িত্বশীল বাবা-মা/অভিভাবক বা এদের প্রতিনিধির সাথে যাত্রার পূর্বে কি যোগাযোগ করেছেন?	হ্যাঁ	না
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরকৃত অনুমতি পত্র নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip-এর যাত্রা শুরুর স্থান ও সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে জানানো হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
এই field trip-এ শেষ হওয়ার সময় কি সন্ধ্যার আগে না পরে? সন্ধ্যার পরে হলে সে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবক বিশেষভাবে অবগত কি?	হ্যাঁ	না
যাত্রা বিষয়ে		
কীভাবে যাবেন তা ঠিক করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যানবাহনে পর্যাপ্ত আসন আছে কি?	হ্যাঁ	না
চালকের driving licence কি হালনাগাদ?	হ্যাঁ	না
যাত্রার পথ কি খুব অভিজ্ঞ চালক দাবি করে?	হ্যাঁ	না
শৃঙ্খলা বিষয়ে		
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে তাদের নাম এবং ঠিকানা সম্বলিত কোনো কাগজ যেমন ID card আছে কি না নিশ্চিত করেছেন?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক দলপ্রধান নির্বাচন করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীদের দলপ্রধানদের শিক্ষার্থী গণনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
স্বাস্থ্য বিষয়ে		
শিক্ষার্থীকে আবহাওয়া উপযোগী পোশাক যেমন শীতের পোশাক পরতে বা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থীকে স্থান উপযোগী জুতা পরতে বা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পর্যাপ্ত masks এবং sanitizer নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
একটি first aid kit নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
(খাদ্য সরবরাহ করা হলে) শিক্ষার্থীদের খাদ্যজনিত অসুস্থতার বিষয়ে ভেবেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে শৌচাগারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ চিকিৎসালয় আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, হাল) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ সদর হাসপাতাল আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, হাল) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না

কোনো শিক্ষার্থীর জন্য কি বিশেষ পরিচর্যা বা সহায়তার প্রয়োজন আছে?	হ্যাঁ	না
কোনো শিক্ষার্থীর অ্যালার্জি সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা বা বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে কি?	হ্যাঁ	না
নিরাপত্তা বিষয়ে		
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কী কোনো ধরনের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে? (নিচে টিক দিন) পানিঘটিত বিপদ যেমন ডুবে যাওয়া স্থলে ঘটিত বিপদ যেমন আঘাত পাওয়া দংশন বা কামড় যেমন সাপের কামড় উষ্ণতাজনিত বিপদ যেমন রোদে পোড়া বৃষ্টিজনিত সমস্যা ঠান্ডাজনিত বিপদ আগুনঘটিত বিপদ বিদ্যুৎঘটিত বিপদ অন্য কোনো বিপদ যানবাহনজনিত দুর্ঘটনা	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন তার সবচেয়ে কাছে কোন্ থানা আছে তার সম্বন্ধে (ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর) জেনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ		
যাত্রার পূর্বে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আপনি নিজে গুনেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ থাকাকালীন জরুরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে (যেমন অতিরিক্ত মোবাইল) ফোন কি রেখেছেন?	হ্যাঁ	না
Field trip এ থাকাকালীন মোবাইল ফোন charge-এর জন্য বিকল্প উৎস যেমন power bank নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে প্রাথমিকভাবে কোথায় অবস্থান করবেন তা নির্ধারণ করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ কোনো শিক্ষার্থী হারিয়ে গেলে কোথায় অপেক্ষা করবে সে জন্য কোনো শনাক্তযোগ্য জায়গা ঠিক করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
সে শনাক্তযোগ্য জায়গা বা জায়গাগুলো শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে চিনেছে কি?	হ্যাঁ	না
Field trip এ শিক্ষার্থীরা কী কী activity করবে তা নির্ধারণ করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
এই activity-সমূহে সকল প্রকার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারছে কি (যেমন যে শিক্ষার্থী দেখতে পায় না, সে কীভাবে activity-তে অংশগ্রহণ করবে তা ভেবেছেন কি?	হ্যাঁ	না
নির্দিষ্ট খাবারের বাইরে পর্যাপ্ত অতিরিক্ত হালকা খাবার নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
পর্যাপ্ত পানি নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
কোনো শিক্ষার্থী কী কী বহন করতে পারবে বা পারবে না (যেমন মোবাইল ফোন বহন করতে পারবে না) সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
যদি field trip চলাকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের কয়বার এবং কখন খাবার দিবেন তা জানিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
শিক্ষার্থী field trip শেষে কি বিদ্যালয়ে ফিরবে না বাসায় ফিরবে সে সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
ফেরার পূর্বে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আপনি নিজে গুনেছেন কি?	হ্যাঁ	না

কোনো চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীর বিষয়ে		
হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীর এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
শুনতে বা বলতে যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
দৃষ্টিসংক্রান্ত যে সকল শিক্ষার্থীর কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
অন্য বা বহু ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে এমন শিক্ষার্থীর এই field trip-এ অংশগ্রহণের জন্য যে সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না

Online/Audiovisual Materials চালোনোর যাচাই-তালিকা

Online/Audiovisual Materials চালোনোর বিষয়ে		
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য computer আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য projector এবং projection screen আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য sound system আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য আপনার বিদ্যালয় প্রদত্ত কোনো smartphone আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য আপনার ব্যক্তিগত কোনো smartphone আছে কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর জন্য wi-fi বা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ আছে কি?	হ্যাঁ	না
সকল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহের তার (cable) বা অন্য প্রযোজ্য যন্ত্রাংশ available বা ঠিক আছে কি না দেখেছেন কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর পূর্বে সকল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহ পরীক্ষা করে নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
Online/Audiovisual Materials চালোনোর পূর্বে sound system সচল আছে কি না দেখে দিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবেচনার প্রয়োজন আছে কি?	হ্যাঁ	না
বিদ্যালয়ে Online/Audiovisual Materials এবং interanet এর কার্যাদি সম্বন্ধে পারদর্শী কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
YouTube বা online video বিষয়ে		
YouTube বা online video- সমূহের সংরক্ষণকৃত link অনেক ক্ষেত্রে down থাকতে পারে বা ব্যবহার করা না যেতে পারে, সে বিষয়ে অবগত আছে কি?	হ্যাঁ	না
YouTube বা online video চালানোর পূর্বে link-টি সচল আছে কি না দেখে নিয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
যে YouTube বা online video –টি চালাতে চাচ্ছেন তা আপনি নিজে সম্পূর্ণ দেখেছেন কি?	হ্যাঁ	না
যে video - টি চালাতে চাচ্ছেন তাতে কোনো অশোভন কিছু আছে কি না তা নিশ্চিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
QR code বিষয়ে		
QR code বিষয়ে আপনার ধারণা আছে কি?	হ্যাঁ	না
QR code আপনি পূর্বে ব্যবহার করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
আপনার মোবাইল ফোন কি সরাসরি QR code পড়তে পারে?	হ্যাঁ	না
QR code সরাসরি পড়তে না পারলে, আপনার মোবাইল ফোন বিশেষ app যেমন QR Barcode Scanner app-টি install করা আছে কি?	হ্যাঁ	না

নমুনা আমন্ত্রণপত্র

প্রিয় মা-বাবা/অভিভাবক,

তারিখ, সময় এবং স্থান

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি নাটিকা মঞ্চায়ন করতে যাচ্ছে।

আপনি/ আপনারা এ অনুষ্ঠানে সাদরে আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদান্তে,

শিক্ষক/ প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা

.....

.....

মেট্রোরেল (নির্মাণাধীন)

"বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল"

এই রূপকল্পকে সামনে নিয়ে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল সিস্টেম। এই মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার এবং তা দুইদিক থেকে ঘণ্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। মেট্রোরেলের মাধ্যমে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দ্রুত পৌঁছানো যাবে এবং তা যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং পরবর্তীতে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ চলমান আছে। এছাড়া আরও পাঁচটি রুটে মেট্রোরেল নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৭ম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য